ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার

ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার প্রশিক্ষণ
নি র্দে শি কা

পুলক রাহা

team associates
for Social Communication

Interactive Popular Theatre
by Pulak Raha
A Publication of
Magnum Opus
Dhaka Bangladesh
Published by
Anwar Faridee : February 2011
ইন্টারএ্যাকটিভ পুপলার থিয়েটার নির্দেশিকা
পুলক রাহা
প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪১৭ : ফেব্রুয়ারি ২০১১

ISBN : 984-70040-0013-8
মূল্য : ১৫০ টাকা
US :$ 8 UK: £ 5

ভূমিকা

একসময় নাটক ছিলো মানুষের জীবনযাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিম মানুষ শিকারে যাবার আগে কিভাবে শিকার করবে তার মহড়া করতো বা শিকার শেষে শিকার নিয়ে আবাস স্থলে ফিরে সবাইকে নিয়ে শিকারকে কেন্দ্র করে নাচ গান করতো। আদিম গুহাচিত্র থেকে আমরা এ ধারণা পাই। আমরা বলতে পারি নাটক একসময় ছিলো মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। কারণ, ভাষাহীন আদিম মানুষ অধিকাংশ কাজ করতো মহড়া প্রদর্শন ও ছবি আঁকার মাধ্যমে। সেই আদিম শিল্প আজকের আধুনিক সময়েও সমান উপযোগী তা প্রমাণিত হয়েছে বারবার। এরই ধারাবাহিকতায় নাটকের মাধ্যমে নানা বৈষম্য তুলে ধরে শিশু-কিশোরসহ সমাজের সর্বস্ড়রের মানুষকে এই বৈষম্য রোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা সৃষ্টির জন্য 'ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার' ইতিমধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মানুষের চিন্ড়া ও আচরণ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

নাটকের কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে নাটকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে কর্মশালা পরিচালনা করার মতো কোনো লিখিত মডিউল বা প্রশিক্ষণ সহায়িকা খুজে পাওয়া যায় না। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য এবং মাঠ পর্যায়ে নাট্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর নাট্যক্রিয়া পরিচালনার মানসে এই মডিউল বা প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কর্মীদের ধারণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে নাটক তৈরি এবং পরিবেশনায় সহযোগিতা করার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নির্দেশিকা।

পুলক রাহা

সূচিপত্র

কর্মশালার উদ্দেশ্য

উন্নয়নে নাটকের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান :

নাটকের মাধ্যমে সাধারন মানুষের ক্ষমতায়নের বাধাসমূহ চিহ্নিত করে সেসব বাধা দূর করার উপায় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। নাটক ও নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিক বিষয়ে ধারণা প্রদান। লোকনাট্য ও লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিক বিষয়ে ধারণা প্রদান। লোকনাট্য ও অন্যান্য থিয়েটার আঙ্গিকের গুরুত্ব ও ব্যবহার কৌশল বিষয়ে জানানো। নাটক তৈরির কৌশল সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা প্রদান করা। পান্ডুলিপি বা নাটক লেখার নিয়মসমূহ জানানো। নাটক অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দিকসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ইস্যুভিত্তিক নাটক তৈরির কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়া। অভিনয় ও অভিনয় কৌশল সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা প্রদান করা। চরিত্র বিশেণ্ডষণ ও চরিত্রায়ণে করণীয় বিষয়গুলো জানানো ও দক্ষতা প্রদান। মহড়া, অভিনয় প্রদর্শন এবং এর গুরুত্ব ও অভিনয় প্রদর্শন পরবর্তী পর্যালোচনা কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ইন্টারএ্যাকটিভ থিয়েটার, থিয়েটারে ইন্টারএ্যাকটিভ বা মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি

ও প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা প্রদান। অভিনয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শারীরিক, বাচিক অভিনয় কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা এবং দক্ষতা প্রদান করা। নাট্যমুহূর্ত তৈরির কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান। কস্টিউম, রূপসজ্জা, মঞ্চ সামগ্রির গুর¯ত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান। দর্শকের সামনে ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার অভিনয়ের সকল প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান। কিভাবে নাটকের দল গঠন করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

কর্মশালা পরিচালনা পদ্ধতি :

অংশগ্রহণমূলক আলোচনা।
প্রভাষণ বা আলোচনা।
অভিনয়।
দলীয় অনুশীলন।
প্রদর্শন।
শিক্ষা উদ্দীপক খেলা।
একক অনুশীলন।
কেস স্টাডি।

কর্মশালা পরিচালনায় সহায়ক উপকরণ :

সিডিউল বিভিন্ন আঙ্গিকের ছবি সংবলিত পোস্টার বা ছবি ভিপ কার্ড, মার্কার, পুশপিন, fl¬প চার্ট, fl¬প বোর্ড বা স্থানীয় উপকরণঃ চক, ডাস্টার, e¨াক বোর্ড ও পোস্টার পেপার।

কর্মশালার সফলতা :

পাÛুলিপি তৈরির দক্ষতা অর্জিত হবে।
ইস্যুভিত্তিক নাটক তৈরি ও অভিনয় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।
নাটক প্রদর্শনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি হবে। কমিটমেন্ট বৃদ্ধি পাবে। নাটক পরবর্তী দর্শকদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া এবং মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা অর্জিত হবে।

প্রথম অধ্যায়

অধিবেশন : ০১

দিবস : ১ম

বিষয় : পরিচিতি ও জড়তা বিমোচন

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ একে অপরের সাথে পরিচিত হবেন

- সকলেই সকলের নাম জানাবেন এবং মনে রাখবেন
- অংশগ্রহণকারীদের জড়তা ও সংশয় দূর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে
- পরিচিতি ও জড়তা বিমোচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সহজ হবে

সময় : ১ ঘণ্টা

পদ্ধতি : শিক্ষা উদ্দীপক খেলা

উপকরণ : একটি চেয়ার ও একটি ছোট ঘণ্টা

সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

সহায়ক শুর—তেই অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে একে একে সম্মুখে সংরক্ষিত চেয়ারে (ইলেট্রিক চেয়ার) আসন গ্রহণ করে এক মিনিটের মধ্যে মজার কিছু করে বা বলে নিজের পরিচয় দিতে বলবেন। এই পর্বে যিনি পরিচয় দেবেন তার পরবর্তী জন ঘণ্টা বাজিয়ে সময় নিয়ন্ত্রণ করবেন।

পরিচয় পর্বে যে বিষয়ে বলতে পারেন :

নাম।

কোথায় বাড়ি।

পারিবারিক পরিচিতি।

সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা।

স্মৃতিকথা বা অন্য কোন অভিজ্ঞতা।

এই পরিচয় পর্বের মাধ্যমে আমাদের কি অর্জন হলো সহায়ক তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করবেন।

একে অপরের সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে।

নাম মনে রাখা সম্ভব হবে।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় হবে।

প্রাথমিক জড়তা কেটে যাবে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাত্মতা বাড়বে।

নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সহজ হবে।

সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০২

দিবস : ১ম

বিষয় : কর্মশালার প্রত্যাশা ও রীতিনীতি

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ কর্মশালার প্রত্যাশা কি জানতে পারবেন

: কর্মশালার পরিচালনা সহায়ক নিয়মনীতিসমূহ জানতে ও বলতে পারবেন

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : ভিপ কার্ড (কার্ড প্রদান ও সংগ্রহ) বা পোস্টার পেপার ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা

উপকরণ : মার্কার, ভিপকার্ড, ভিপ বোর্ড, ফ্লি¬পচার্ট ও ফ্লি¬প বোর্ড

স্থানীয় উপকরণ : চক, ডাস্টার, e-াক বোর্ড ও পোস্টার পেপার
সহায়ক উপকরণ : পুশপিন ও মাস্কিং টেপ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুর করবেন। সহায়ক বলবেন এই কর্মশালা থেকে আমরা কোন কোন বিষয় জানতে চাই বা আমাদের প্রত্যাশা কি। এরপর অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা নিরূপণ করতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ভিপ কার্ড বা পোস্টার পেপার প্রদান করে একটি করে প্রত্যাশিত বিষয় লিখতে বলবেন। লেখা শেষে পোস্টার পেপার বা কার্ড সংগ্রহ করে পড়বেন ও বোর্ডে লাগাবেন।

প্রত্যাশিত বিষয় :

কিভাবে নাটক তৈরি করা যায়

কিভাবে অভিনয় দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়

ইন্ট্যারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার কি

নাটক তৈরির কৌশল

পপুলার থিয়েটার কি

পা ুলিপি কিভাবে লিখতে হয়

নাটকের মাধ্যমে কিভাবে উন্নয়ন বার্তা প্রদান করা যায়।

পরবর্তীতে কার্ডগুলো M-y বা মাস্কিং টেপ দিয়ে অপর একটি ব্রাউন শীটে আটকাবেন অথবা পোস্টারে লিখে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবেন অথবা সংরক্ষণ করবেন।

ধাপ ২ : এরপর সহায়ক বলবেন কর্মশালাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য কিছু নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন যা অনুসরণ করলে কর্মশালা পরিচালনা সহজ হবে।

সহায়ক কি কি নীতিমালা তৈরি করা হবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অংশগ্রহণকারীগণ বলবেন সহায়ক তা আলোচনা সাপেক্ষে fl¬প চার্ট, পোস্টার পেপার বা e-্যাক বোর্ডে লিখবেন।

নীতিমালা :

সময়মতো উপস্থিতি।

বন্ধুসুলভ আচরণ।

পারস্পরিক সহমর্মিতা।

প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করা।

প্রশিক্ষণ স্থানের নিয়মনীতি মেনে চলা।

সংযত আচরণ প্রদর্শন করা।

সহায়ক নিয়মসমূহ লিখে বলবেন, আমরা সবাই মিলে কর্মশালার নিয়মগুলো তৈরি করেছি এবং সবাই তা অনুসরণ করবো। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৩

দিবস : ১ম
বিষয় : থিয়েটার গেম কি ও কেন এবং থিয়েটার গেম–টেনিস বল
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ কর্মশালার

প্রত্যাশা কি জানতে পারবেন

- থিয়েটার গেম বা খেলা কি ও নাটক করতে গেলে কেন এই খেলার চর্চা করতে হয় তা জানবেন।
- টেনিস বল ছুঁড়ে দেবার খেলার মধ্য দিয়ে সকলেই সকলের নাম জানাবেন এবং মনে রাখবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের জড়তা সংশয় দূর হবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
- মনযোগী হতে সহায়তা করবে।
- নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সহজ হবে।

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

পদ্ধতি : প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা ও গেম/শিক্ষা উদ্দীপক খেলা।

উপকরণ : তিনটি লন টেনিস বল।

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুর–তেই অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে প্রশ্ন করবেন, গেম বা খেলা বলতে আমরা কি বুঝি? সহায়ক নিজে বা অংশগ্রহণকারীর কাউকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো e-্যাক বোর্ডে অথবা fl¬প চার্টে লিখতে বলবেন বা নিজে লিখবেন। খেলা বলতে সাধারণত প্রচলিত অর্থে বিভিন্ন খেলার প্রসঙ্গ বা নাম পাওয়া যাবে উত্তর হিসেবে।

ধাপ ২ : এবার সহায়ক বলবেন থিয়েটারকেও cc- বলা হয়। এর কারণ হচ্ছে থিয়েটার বা নাটকও এক ধরনের খেলা। এই খেলায় প্রচলিত যে খেলা সম্পর্কে আপনারা বলেছেন তা সংযুক্ত হতে পারে। কখনও কখনও প্রচলিত খেলাও নাটকে নাট্যমুহুর্ত নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং খেলা হয়ে ওঠে থিয়েটারের অংশ। এছাড়া আমরা এই কর্মশালায় থিয়েটারের যে সকল গেম বা খেলার চর্চা করবো তা হয়তো প্রচলিত অর্থে খেলার মতো মনে হবে না কিন্তু আমরা একে খেলাই বলবো। এই খেলার মধ্য দিয়ে নাটক করার জন্য একজন মানুষ মানসিক, শারীরিক, বাচিক ও অন্যান্য প্রস্তুতি কিভাবে নিতে পারে তা আমরা জানবো এবং তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করবো।

ধাপ ৩ : এরপর সহায়ক একজনের হাতে একটি লন টেনিস বল দেবেন এবং নিজের নাম বলে অপরকে ছুঁড়ে দিতে বলবেন। খেলার নিয়মটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

খেলার নিয়ম : বল ছুঁড়ে দেবার মুহুর্তে যার দিকে বল ছুঁড়ে দেবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে জোরে নাম বলে বল ছুঁড়বে।

- যিনি বল ধরবেন তিনি নাম জানার সাথে সাথে যিনি নাম উচ্চারণ করেছেন তার চোখের দিকে তাকাবেন এবং বলটি লুফে নেবেন। এবার তিনি প্রথমজনের অনুরূপ করবেন।
- এভাবে কিছু সময় খেলা চলার পর সহায়ক দ্বিতীয় বলটি দেবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বলটি নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা চলার পর সহায়ক তৃতীয় বলটি দেবেন। তিনটি বল নিয়েই খেলা চলতে থাকবে।

সহায়ক সার্বক্ষণিক খেলা নিয়ন্ত্রনে রাখবেন। শেষে এই খেলার মাধ্যমে আমাদের কি অর্জন হলো তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করবেন।

- নাম মনে রাখা সম্ভব হবে।
- প্রাথমিক মানসিক ও শারীরিক জড়তা কাটবে।
- কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাত্মতা বাড়বে।
- নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সহজ হবে।
- আই কন্ট্রাক্ট'র জন্য মনোযোগ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

খেলায় অংশগ্রহণের জন্য সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৪

দিবস : ১ম
বিষয় : নাটক ও উন্নয়নের জন্য নাটক
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ নাটক ও উন্নয়ন সম্পর্কে জানবেন এবং অপরকে বুঝাতে সক্ষম হবেন
: সামাজিক উন্নয়নে নাটক কি ভূমিকা পালন করতে পারে তা জানতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন
সময় : ৪০ মিনিট
পদ্ধতি : মুক্ত আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর ও ছবি প্রদর্শন
উপকরণ : বোর্ড, মার্কার ও fি¬প চার্ট বা স্থানীয় উপকরণ: e-¨াক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারe
সহায়ক উপকরণ : পুশপিন ও মাস্কিং টেপ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন।

ধাপ ২ : উন্নয়ন ও নাটক কি সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের পর্যায়ক্রমে প্রশ্ন করবেন। অংশগ্রহণকারীদের ধারণা জানবেন। প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে আলোচনা করবেন।

ধাপ ৩ : উন্নয়ন ও নাটক সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন (সম্ভব হলে অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে)।

উন্নয়ন হলো :

- ইতিবাচক পরিবর্তন।
- বিকাশ।
- কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

নাটক

নাটক বা থিয়েটার হলো একটি শিল্প মাধ্যম। মানুষের জীবনে বাস্তবে যা ঘটে বা ঘটতে পারে এ দুইয়ের বিkেণ্ডষণাত্মক ব্যাখ্যা মানুষের সৃজনশীলতা অর্থাৎ অভিনয় দিয়ে উপস্থাপনই হলো নাট্যশিল্পের কাজ।

অভিনয় মানে অনুকরণ নয়, সমাজের কোন ঘটনা ও ব্যক্তির আচরণ যখন একজন অভিনেতা তার মতো করে উপস্থাপন করেন তখন তা হয়ে ওঠে নাট্যাভিনয়।

ধাপ ৪ : পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে যে থিয়েটার আমরা পাই, তা-ইন্টারএ্যাকটিভ থিয়েটার। এখানে পরস্পর হলো নাটকের কলাকুশলী এবং দর্শক। তারা উভয়েই সমাজের ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন জনগণ। ইন্টারএ্যাক্টিভ থিয়েটার কিভাবে চিন্তা ও আচরণের পরিবর্তন অর্থাৎ উন্নয়নে কি কি ভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে সহায়ক তা সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।

- নাটকের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা যায়।
- বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরা যায়।
- তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়। নাটকের বিভিন্ন ক্রিয়া দর্শকের মধ্যে প্রদেয় তথ্যের বিশ্বাস যোগ্যতা সৃষ্টি করে।
- মানুষের ইতিবাচক আচরণের পরিবর্তনে সহায়তা করে। নাটকের অভিনয় শেষে দর্শকের সাথে মিথষ্ক্রিয়া বা ইন্টারেকশান-এর মাধ্যমে তথ্যের বিভিন্ন দিক বিশেণ্ডষণ হয় এবং দর্শক তথ্যের যথার্থতা অনুধাবন করে তাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়, যা তাদের আচরণ পরিবর্তনে সহায়ক হয়।

– ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সহজ হয়।

ধাপ ৫ : এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে–'যোগাযোগ হচ্ছে বিকাশের অন্যতম উপায়'। সুতরাং মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা মানুষকে কখনোই বিকশিত হতে দেয় না। আর আমরা যেহেতু জানি বিকাশের মধ্য দিয়েই আমাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সম্ভব তাই মানুষে মানুষে যোগাযোগ অবশ্য কাম্য। আর ইন্টারএ্যাক্টিভ পপুলার থিয়েটার হচ্ছে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম।

ধাপ ৬ : অংশগ্রহণকারীগণ অধিবেশন থেকে কতটা জানলেন তা নিরূপণে নিম্নের প্রশ্নসমূহ করবেন।

o উন্নয়ন কি।
o নাটক কি।
o উন্নয়নের কোন কোন ক্ষেত্রে নাটক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ধাপ ৭ : প্রয়োজনে পুনরায় ব্যাখ্যা করে সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৫

দিবস : ১ম

বিষয় : নাটক, নাটকের প্রকারভেদ এবং ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারে কোন প্রকারের নাটক অভিনয় আবশ্যক

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- নাটক কি তা জানতে পারবেন।
- নাটকের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে বুঝতে এবং অপরকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারে কোন প্রকারের নাটকের অভিনয় আবশ্যক এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা।

পদ্ধতি : বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রদর্শন।

উপকরণ : বিভিন্ন প্রকার নাটকের ছবি।

সহায়ক উপকরণ : fi¬প বোর্ড, মার্কার ও fi¬প চার্ট স্থানীয় উপকরণ : e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার।

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুর"তেই অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ২ : নাটক কি এ বিষয়ে পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। তবুও এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে তা বিস্ড়ারিত আলোচনা করবেন।

ধাপ ৩ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন নাটকের প্রকারভেদ কি এবং উত্তরের ভিত্তিতে এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করবেন।

নাটকের বিভিন্ন প্রকারভেদ হলো :

– লোকনাট্য।
– পথনাটক।
– মঞ্চ নাটক।
– পুতুল নাচ।

– মুক্ত নাটক।
– ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার।

ধাপ ৪ : এরপর সহায়ক নাটকের ছবি বা অভিনয় (রোল প্লে-) প্রদর্শন করে নাটকের প্রকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেবেন। একসময় নাটক ছিলো মানুষের জীবনযাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিম মানুষ শিকারে যাবার আগে কিভাবে শিকার করবে তার মহড়া করতো বা শিকার শেষে শিকার নিয়ে আবাস স্থলে ফিরে সবাইকে নিয়ে শিকারকে কেন্দ্র করে নাচ গান করতো। আদিম গুহাচিত্র থেকে আমরা এ ধারণা পাই। আমরা বলতে পারি নাটক একসময় ছিলো মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। কারণ, ভাষাহীন আদিম মানুষ অধিকাংশ কাজ করতো মহড়া প্রদর্শন ও ছবি আঁকার মাধ্যমে। সেই আদিম শিল্প আজকের আধুনিক সময়েও সমান উপযোগী তা আমরা এই কর্মশালার মাধ্যমে জানার ও ব্যবহারের চেষ্টা করবো। এবার সকলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সহায়ক নাটকের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করবেন।

লোকনাট্য

পুঁথি, কবিগান, অষ্টকগান, বারসী, পাল্কীগান, বিয়ের গীত, বিচারগান, বেদের গীত, লালনগীতি, ব্রতচারী, গাজীরগান, পদ্মপুরাণ, ভাসান, রামায়ণ গান, সাঁওতাল নৃত্য, জারী, কীর্তন, পালাগান, গম্ভীরা, রয়ানী, সঙ, যাত্রা, মাটিয়াল গান, আলকাপ ও পটগান ইত্যাদি এ ছাড়া আরও অনেক লোকনাট্য-আঙ্গিক রয়েছে। প্রথমত: এগুলো হলো লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিক এবং নাটকের প্রথম ধারণা কিংবা বলা চলে নাটকের মূলধারা। দ্বিতীয়ত: এই আঙ্গিকসমূহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে নাটক ও অন্যান্য মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

লোকনাট্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিল্পীদের চারপাশেই থাকে সাধারণ মানুষ, ফলে নাট্যশিল্প আর মানুষের জীবনের মধ্যে কোন দূরত্ব থাকে না অর্থাৎ নাটক হয় জীবনঘনিষ্ঠ।

মঞ্চনাটক

মঞ্চনাটক সাধারণত চার দেয়ালের ভেতরে প্রদর্শিত হয়। মঞ্চনাটকে বিশেষভাবে তৈরি মঞ্চে প্রদর্শিত হয় নাটক। মঞ্চনাটকে দর্শক ব্যবস্থাপনা থাকে এমনভাবে যেখানে মঞ্চের শুধু সম্মুখভাগে দর্শক থাকবে।

মঞ্চে কাহিনী অনুযায়ী বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে দৃশ্যসজ্জা করা হয়।

মঞ্চনাটক থেকে পরবর্তীতে নাটকের আরো ফর্ম তৈরি হয় যা নাটককে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে ফর্মসমূহ বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে।

পথনাটক

নাটককে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে মঞ্চ ছেড়ে নাট্যকর্মীরা নাটক নিয়ে ছুটে আসে পথে প্রান্তরে। মানুষকে তথ্য প্রদান ও সচেতনতার জন্য এই মাধ্যমটি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে দর্শকগণ 'ট' আকৃতি হয়ে বসে এবং শিল্পীরা সাধারাণত সাজসজ্জাবিহীন খোলা মঞ্চে নাটক পরিবেশন করেন।

পুতুল নাচ বা পাপেট

বিশেষ ধরনের নাটক। এই নাটকে বিভিন্ন ধরনের ও চরিত্রের পুতুল দিয়ে নাটক নির্মাণ করা হয়। পর্দার আড়াল থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীরা পুতুলগুলোকে পরিচালিত করেন এবং কণ্ঠ দিয়ে থাকেন অর্থাৎ সংলাপ বলেন। আবহসঙ্গীতের গুরুত্ব এই নাটকে অপরিসীম। হাটে বাজারে মেলায় 'পুতুলনাচ' নামে এই ধরনের নাটক হয়ে থাকে। সকল বয়সের মানুষের কাছে এই নাট্য মাধ্যমটি জনপ্রিয়। পুতুলনাচের বিভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে। মাপেট, পাপেট, জায়ান্ট পাপেট, স্ট্রিং পাপেট ইত্যাদি।

ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারে পুতুল দিয়ে ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়া হয় সমাজের সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তারে এই নাট্যমাধ্যমটি খুবই কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তনাটক

বাংলাদেশে আরণ্যক নাট্যদল গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে ও শ্রমিক এলাকায় 'মুক্তনাটক' নামে এক ধরনের পথনাটকের আন্দোলন গড়ে তোলে। এই নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: এই নাটক সত্য কাহিনী অবলম্বনে স্থানীয় মানুষ দ্বারা অভিনীত হয় স্থানীয় দর্শকের জন্য। 'জনগণ হতে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য এই নাটক' এই কথা থেকে স্পষ্ট হয় এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য।

ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ তাদের কথা বলার জন্য থিয়েটার বা নাটককে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে নাটকের শক্তি অনুধাবন করে। উপরে মুক্তনাটকের উদাহরণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া ফোরাম থিয়েটার, ল্যাজেসলেটিভ থিয়েটার, পপুলার থিয়েটার ইত্যাদি নামে বহুভাবে নাটকের চর্চা হয়ে থাকে।

সাধারণ মানুষের সমস্যা সংকট, এর উত্তরণ ও তাদের ক্ষমতায়নের জন্য ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারের প্রভাব সমাজে সুদূরপ্রসারী।

সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৬

দিবস : ১ম
বিষয় : থিয়েটার গেম : পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- মানসিক ও শারীরিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।
- পরস্পরকে চেনা জানার পরিধি বৃদ্ধি পাবে।
- পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হবেন।
- শিল্পের যে-কোন মাধ্যমে তথা নাটকে কাজ করার জন্য পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।
- মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হবেন

সময় : ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : দল গঠন, অংশগ্রহণমূলক ও প্রশ্ন উত্তর
উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের এলোমেলোভাবে হাঁটতে বলবেন। সহায়ক কোন একটি সংখ্যা বলবেন, অংশগ্রহণকারীগণ সেই সংখ্যা অনুযায়ী দ্রুত পৃথক পৃথক করে জোটবদ্ধ হবে।

ধাপ ২ : সহায়ক ধাপ ১ এর মধ্য দিয়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একজন করে বন্ধু খুঁজে নিতে বলবেন। বন্ধু খুঁজে নেবার পর তারা একে অপরের চেহারা পোশাক পরিচ্ছদ, ঘড়ি বা আংটি এবং বন্ধুকে ভালোভাবে দেখে নেবে। বন্ধুকে পর্যবেক্ষণের পর পুনরায় এলোমেলোভাবে হাঁটতে থাকবেন।

ধাপ ৩ : সহায়ক এক পর্যায়ে থামতে বলবেন। সবাইকে চোখ বন্ধ রাখতে অনুরোধ জানাবেন। চোখ বন্ধ অবস্থায় বন্ধু সম্পর্কে কিছু সময় ভাবতে বলবেন এবং কিছু সময় চোখ বন্ধ অবস্থায় নিজেকে সৎ রেখে হাত বাড়িয়ে বন্ধুকে খুঁজে বের করতে বলবেন। দেখা যাবে কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছে কেউ পায় নি।

ধাপ ৪ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের খুঁজে পাওয়া এবং না পাওয়ার কারণ বলতে বলবেন। অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত জানাবেন এবং সহায়ক মতামতগুলো e-্যাক বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে লিখবেন।

সহায়ক পুনরায় পাওয়া না পাওয়ার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে সবাইকে ধন্যবাদ

জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৭

দিবস : ১ম
বিষয় : লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিক ও ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারে লোকনাট্যের ব্যবহার।
উদ্দেশ্য : অংশগ্রহণকারীগণ এই অধিবেশন থেকে

- লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে জানবে।
- লোকনাট্যের উপাদান সম্পর্কে অর্জন হবে।
- লোকনাট্যের গুর“ত্ব সর্ম্পকে বোঝা যাবে।
- লোকনাট্যের জনপ্রিয়তার কারণ বোঝা যাবে।
- ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারে কিভাবে লোকনাট্যের উপাদান ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : আলোচনা, দলগঠন, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অনুশীলন ও প্রর্দশন
উপকরণ : ভিপ কার্ড, ফ্লি¬প চার্ট ও মার্কার
স্থানীয় উপকরণ : e-্যাক বোর্ড, চক, ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার
সহায়ক উপকরণ : পুশপিন ও মাস্কিং টেপ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুর“তেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন।
নাটক কি আমরা পূর্বের অধিবেশন থেকে জেনেছি। লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিকগুলো কি কি সহায়ক এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর e-্যাক বোর্ডে বা ফ্লি¬প চার্টে লিখবেন। পরে সবার মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

ধাপ ২ : সহায়ক প্রশ্ন করবেন, কোন কোন লোকআঙ্গিক আমরা আমাদের নাটকে ব্যবহার করতে পারি?

অংশগ্রহণকারীগণ বলবেন সহায়ক তা e-্যাক বোর্ডে বা ফ্লি¬প চার্টে লিখিত বিভিন্ন আঙ্গিকে টিক চিহ্ন দেবেন বা সবার মতামতের ভিত্তিতে সংযোজন বিয়োজন করবেন।

এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে মতামতগুলো আসবে

- পুঁথি
- কবিগান
- অষ্টকগান
- বারসী
- পাল্কিগান
- বিয়ের গীত
- বিচারগান
- বেদের গীত
- লালনগীতি
- ব্রতচারী
- গাজীরগান
- পদ্মপুরাণ ও ভাসান
- রামায়ণ গান
- সাঁওতাল নৃত্য
- জারী
- কীর্তন

- পালাগান
- গম্ভীরা
- রয়ানী
- সঙ
- যাত্রা
- মাটিয়াল গান
- আলকাপ
- পটগান ইত্যাদি

সহায়ক এই আঙ্গিকসমূহ ও বিভিন্ন নাটকে এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর বলবেন এই নাট্য আঙ্গিকগুলো মানুষের নিজের প্রয়োজনে সৃষ্ট, অত্যন্ড় জনপ্রিয় এবং দর্শকের কাছে প্রশংসনীয়। সর্বজন পরিচিত এই নাট্য আঙ্গিক ব্যবহার করে কোন বিষয়বস্তুকে দর্শকের সামনে প্রাণবন্ড় ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা সহজ। আমরা আমাদের নাটক নির্মাণে লোকনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহার করার চেষ্টা করব।

তবে খেয়াল রাখতে হবে এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে যেন কোন কুসংস্কারকে নাটকে প্রতিষ্ঠিত করে না ফেলি। যেমন- একজন গুণিনকে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু তার বিষয়টি যেন নাটকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা না হয়।

ধাপ ৩ : সহায়ক অংশগ্রণকারীদের দুটি বা চারটি দলে ভাগ করে উপরে উ্j-খিত বিভিন্ন আঙ্গিকে নাট্যাংশ নির্মাণ করার জন্য অনুশীলন করতে বলবেন এবং সময় নির্ধারণ করে দেবেন।

ধাপ ৪ : নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে সহায়ক সকলকে নাট্যাংশ দেখাতে আহ্বান করবেন। পর্যায়ক্রমিকভাবে সব দল নাট্যাংশ অভিনয় করে দেখাবে।

এভাবে লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিক ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে নাট্য মুহূর্ত তৈরি করা যায় তা সবার মতামতের ভিত্তিতে আলোচনা করে সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৮

দিবস : ১ম

বিষয় : অভিব্যক্তি কি, কেন ও অভিব্যক্তি নির্মাণ/মুখাবয়ব ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে অভিব্যক্তি অনুশীলন

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ

- অভিব্যক্তি কি জানতে পারবেন।
- কিভাবে মুখাবয়ব ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে বিভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করা যায় সে কৌশল জানতে ও প্রদর্শন করতে পারবেন।
- মানসিক ও শারীরিক জড়তা কাটাতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর ও অনুশীলন

উপকরন : স্থানীয় উপকরণ-e-্যাক বোর্ড, চক ও ডাস্টার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুর“ করবেন।
অংশগ্রহণকারীদেরকে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলবেন এবং অর্ধবৃত্তাকারে বা বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলবেন।

সহায়ক নিজে মুখাবয়ব বা শরীর দিয়ে বিভিন্ন অভিব্যক্তি তৈরি করে দেখাবেন এবং তারপর পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মুখাবয়ব বা শরীর দিয়ে বিভিন্ন অভিব্যক্তি তৈরি করতে বলবেন। এবার তিনি ব্যাখ্যা করবেন. আমরা যে কারণে অভিব্যক্তি তৈরি করেছি তা সবার কাছে স্পষ্ট হয়েছে কিনা। কারো কারো স্পষ্ট আবার কারোটি অস্পষ্ট মনে হয়েছে।

ধাপ ২ : সহায়ক এবার হাসিকান্না, দুঃখবেদনা, কষ্ট ইত্যাদি বিভিন্ন আবেগময় মুহুর্তের অভিব্যক্তি কিভাবে মুখাবয়ব বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে তা অনুশীলন ও প্রদর্শন করাবেন।

প্রয়োজনে এর প্রয়োজনীয়তা পুনরায় ব্যাখ্যা করবেন এবং সকলকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৯

দিবস : ১ম
বিষয় : অভিনয় এবং তাৎক্ষণিক অভিনয়
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ

- অভিনয় কি জানতে, বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাচিক, আঙ্গিক বা শারীরিক অভিনয়, স্বাত্তিক অভিনয় এ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তাৎক্ষণিক অভিনয় কি তা জানতে, বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা ও প্রদর্শন
উপকরণ : ভিপ কার্ড ও মার্কার বা স্থানীয় উপকরণ : e-্যাক বোর্ড, চক ও ডাস্টার।
সহায়ক উপকরণ : ভিপ বোর্ড, পুশ পিন ও মাস্কিং টেপ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন।

ধাপ ২ : অভিনয় কি? এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন ও e-্যাক বোর্ডে বা fl¬পচার্টে লিখবেন।

ধাপ ৩ : লেখা শেষে আলোচনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ শেষে সহায়ক অভিনয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন।

সহায়ক তথ্য : অভিনয় হলো অন্যের আচরণ অথবা বিষয় বস্তু নিজের মতো করে প্রদর্শন করা। অনুকরণ কখনই অভিনয় নয়। সহজ কথায় বলা যায়, নিজে নই তা বিশ্বাস করে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করাই হল অভিনয়।
রাশিয়ার নাট্য বিশেষজ্ঞের একটি শব্দ দিয়ে অভিনয়ের সহজ ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে, শব্দটি হলো– 'যদি' বা 'ম্যাজিক ইফ্'। 'যদি আমি অন্য কারো মতো হতে পারতাম' এই ধারণা

ও বিশ্বাস থেকে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর চিন্ড়্র চেতনায় বিশ্বাসে অন্য একটি চরিত্রকে ধারণ করে ওই চরিত্রের মতো আচরণ করতে পারার মধ্য দিয়ে অভিনয় হয়ে ওঠে।

বাচিক অভিনয় :

কন্ঠ উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বাচিক অভিনয়ের সূচনা হয়।

আঙ্গিক অভিনয় :

শরীর বা শরীরের যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে আঙ্গিক অভিনয়ের সূচনা হয়।

স্বাত্তিক অভিনয় :

জীবন ও জগতের বৈষয়িক ভাবনা বা কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে আসল স্বত্তার প্রকাশ ঘটে তাই হচ্ছে শুদ্ধ স্বত্ত্বা এবং এই স্বত্ত্বার মধ্য দিয়ে স্বাত্তিক অভিনয়ের সূচনা ঘটে।

ধাপ ৪ : এবার সহায়ক অভিনয়ের করার জন্য বাচিক অভিনয়, আঙ্গিক বা শারীরিক অভিনয়, স্বাত্তিক অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন। সমাজে বিদ্যমান যে কোন ঘটনা বা বিষয় সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে প্রত্যেক অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনয়ের প্রস্তুতি প্রয়োজন।

ধাপ ৫ : এরপর সহায়ক তাৎক্ষণিক অভিনয় কি, সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানার জন্য প্রশ্ন করবেন এবং তাৎক্ষণিক অভিনয়ের ধারণাটি স্পষ্ট করবেন।

সহায়ক তথ্য : তাৎক্ষণিক অভিনয় হলো কোন প্রস্তুতি ছাড়াই কোন ঘটনা বা বিষয়ে অভিনয় প্রদর্শন করা।

সহায়ক এ প্রসঙ্গে বলবেন আমরা শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ, নারী শিশু নির্যাতন বা যৌতুক ইত্যাদি সম্পর্কে কম বেশী সবাই জানি। এ সব ঘটনা আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে অভিনয় করে দেখতে পারি।

সহায়ক অভিনয় ও তাৎক্ষণিক অভিনয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে কি না সেটা বোঝার জন্য প্রশ্ন করবেন।

আলোচনা শেষে সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধিবেশন : ০১

দিবস : ২য়

বিষয় : নাটকের জন্য শরীর ও কণ্ঠের অনুশীলন

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- শারীরিক জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- অনুশীলনের পদ্ধতি জানবেন।
- শারীরিক ও মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
- কণ্ঠচর্চা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- কণ্ঠের জড়তা কাটিয়ে উঠে সাবলীলভাবে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অনুশীলন
উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ২ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৩ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন কণ্ঠের ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৪ : সবশেষে সহায়ক শরীর ও কণ্ঠ শিথিলকরণ ব্যায়াম শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন

অধিবেশন : ০২

দিবস : ২য়
বিষয় : কণ্ঠ ও সঙ্গীতের চর্চা
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগন

- সংগীতের মাধ্যমে কণ্ঠশীলনের সুযোগ পাবেন।
- অভিনয়ের জন্য কণ্ঠ তৈরি করতে পারবেন।
- সংগীতের মাধ্যমে কণ্ঠশীলনের কৌশল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংলাপের অর্থ বোধগম্য ও স্পষ্ট করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট।
পদ্ধতি : অনুশীলন।
উপকরণ : হারমোনিয়াম ও তবলা।

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বৃত্ত তৈরি করে বসতে বলবেন এবং একজনকে হারমনিয়ামে সারগাম বাজাতে বলবেন।

হারমোনিয়ামে : সা রে গা মা পা ধা নি সা
সা নি ধা পা মা গা রে সা

বাজাতে থাকবে অংশগ্রহণকারীরা প্রথমে ধীর লয়ে পরবর্তীতে দ্রুত লয়ে সারগাম করবেন।

ধাপ ২ : এরপর সহায়ক একটি শব্দ দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে বলবেন। অংশগ্রহণকারীগন সে ভাবে রেওয়াজ করবেন।

ধাপ ৩ : কণ্ঠের দ্রুত উঠানামার জন্য নিম্নের নির্দেশনা অনুযায়ী

সা------ মা------ নি

রে------ পা------ ধা

সহায়ক সারগাম অনুশীলন করতে বলবেন। অংশগ্রহণকারীগন নির্দেশিত উপায়ে রেওয়াজ করবেন। রেওয়াজ শেষে সহায়ক জানতে চাইবেন-এই কণ্ঠশীলন অভিনয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে? অংশগ্রহণকারীগন বলবেন সহায়ক শুনবেন এবং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন।
সহায়ক বলবেন সংলাপ ওঠানামা, সংলাপের গাম্ভীর্য ও মেজাজ ধরে রাখার ক্ষেত্রে এ ধরনের কণ্ঠশীলন বিশেষভাবে অভিনেতাকে সাহায্য করে।

ধাপ ৪ : এই পর্যায়ে একজনকে নির্দিষ্ট নাটকের কোন সংলাপ বলতে বলা হবে। সংলাপ বলার পর সংলাপের মূল উদ্দেশ্য সবার কাছে স্পষ্ঠ হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হবে। তারপর সংলাপের বিভিন্ন শব্দের উপর জোর দিয়ে বিভিন্নভাবে বলার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে সংলাপ প্রক্ষেপনের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট করা হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৩

দিবস : ২য়
বিষয় : তাৎক্ষণিক অভিনয়
উদ্দেশ্য : অংশগ্রহণকারীগণ এই অধিবেশনে

- তাৎক্ষণিক অভিনয় সম্পর্কে জানতে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তাৎক্ষণিক অভিনয় করতে সক্ষম হবেন।
- কিভাবে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নিজের দেখা বা জানা গল্পকে নাটকে তুলে ধরে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক তৈরি করা যায় তা জানবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট।
পদ্ধতি : আলোচনা, দল গঠন, অনুশীলন ও প্রদর্শন।
উপকরণ : স্থানীয় উপকরণ- e-্যাক বোর্ড, চক, ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার।
সহায়ক উপকরণ : মার্কার।

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করবেন এবং বলবেন আগের সেশনে বা অধিবেশনে আমরা জেনেছি অভিনয় ও তাৎক্ষণিক অভিনয় কি?

ধাপ ২ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করে লোকনাট্য আঙ্গিক নির্দিষ্ট করে দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের যে কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক অভিনয় প্রস্তুতির জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং তাৎক্ষণিক অভিনয়ের সময়ও নির্ধারণ করে দেবেন।

ধাপ ৩ : অংশগ্রহণকারীগণের প্রস্তুতি শেষে সহায়ক প্রত্যেক দলকে অভিনয় প্রদর্শন করতে বলবেন।

ধাপ ৪ : প্রতিটি দলের তাৎক্ষণিক অভিনয় দেখানোর পর অন্যান্য দল পূর্বের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের শর্তগুলো দলটি পূরণ করতে পেরেছে কিনা তা মূল্যায়ন করবেন। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলের অভিনয় মূল্যায়ন করা হবে।

ধাপ ৫ : সহায়ক বলবেন মূল্যায়নের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো লোক আঙ্গিকের ব্যবহারে কোন বিষয় অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে হলে ওই লোক আঙ্গিক সর্ম্পকে সঠিক ও বিস্ড়রিত ধারণা থাকতে হয়।

ধাপ ৬ : সহায়ক প্রশ্ন করবেন এই অভিনয়ের জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন হলো। সকলের সাথে আলোচনা করে সহায়ক আরও বলবেন এবং e-্যাক বোর্ড বা fl¬প চার্টে লিখবেন নাটক করতে হলে আমাদের ন্যূনতম যা প্রয়োজন তা হলো–

১. গল্প
২. অভিনেতা অভিনেত্রী
৩. নির্দিষ্ট স্থান
৪. দর্শক

তবে এছাড়াও নাটক করার আরও প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় রয়েছে। পরবর্তি অধিবেশনে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে এই আশা ব্যক্ত করে সহায়ক অভিনয় প্রদর্শনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৪

দিবস : ২য়
বিষয় : সমস্যা বা ইস্যু চিহ্নিতকরণ, ইস্যুভিত্তিক তাৎক্ষণিক নাটক তৈরি ও অভিনয়
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ

- নাটকের ইস্যু নির্বাচন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দলীয়ভাবে ইস্যুভিত্তিক নাট্যাংশ অথবা অভিনয় প্রস্তুতের কৌশল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং তাৎক্ষণিক নাটক অথবা অভিনয় নির্মাণ করতে সক্ষম হবেন।
- দলীয়ভাবে প্রস্তুত নাটক প্রদর্শন করতে এবং প্রদর্শিত নাট্যাংশের ভুল বা প্রাপ্তিসমূহ বুঝতে সক্ষম হবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : আলোচনা, দলীয় অনুশীলন ও প্রদর্শন
উপকরণ : ইস্যু লিখিত চার্ট অথবা পোস্টার
সহায়ক উপকরণ : বোর্ড, মার্কার ও fl¬প চার্ট বা স্থানীয় উপকরণ: e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুর“তেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন। সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে যে সকল ইস্যু, প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা নাটক করবো। সহায়ক এই পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করবেন মানুষের ক্ষমতায়নে কি কি ইস্যু রয়েছে এবং অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে ইস্যুসমূহ e-্যাক বোর্ডে বা fl¬প চার্টে লিখবেন।

অংশগ্রহণকারীদের স্বতস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে যে বিষয়গুলো উঠে আসতে পারে তা হচ্ছে–

– উত্তরাধিকার আইন
– সন্ত্রাস
– মাদকদ্রব্য

– শিক্ষার অধিকার
– মত প্রকাশের অধিকার
– সম-অধিকার
– কুসংস্কার

ধাপ ২ : সহায়ক উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে সকলের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নে উ¡ি-খিত দশটি বিষয় বেছে নিয়ে এর শিরোনাম দেন সামাজিক বিষয়।

সামাজিক বিষয় :

– শিশুর অধিকার
– লিঙ্গ বা জেন্ডার বৈষম্য
– এইচআইভি এইডস্ ও এস টি ডি
– প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবাব পরিকল্পনা
– যৌন নির্যাতন ও শোষণ
– শিশু পাচার
– মাদক আসক্তি
– বাল্যবিবাহ
– জন্ম ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন
– যৌতুক

আমরা এখন যে কাজটি করবো তা হলো আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পূর্বের আলোচিত সমস্যাগুলো থেকে প্রত্যেক দল নাটকের জন্য ইস্যু নির্বাচন করবো এবং ইমপ্রোভাইজ করে ইস্যুভিত্তিক তাৎক্ষণিক নাটক তৈরি করবো।

ধাপ ৩ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ গননা করে ৫ টি দলে বিভক্ত করে দলের নামকরন করবেন এবং পূর্বের আলোচিত সমস্যাগুলো থেকে ইস্যু নির্বাচন করে ইমপ্রোভাইজেশানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক নাটক তৈরি করার জন্য বলবেন।

তাৎক্ষণিক নাটক তৈরির জন্য সম্ভাব্য ইস্যু–

১ম দলের ইস্যু - জেন্ডার
২য় দলের ইস্যু - বাল্য বিবাহ
৩য় দলের ইস্যু - যৌতুক
৪র্থ দলের ইস্যু - শিশু পাচার
৫ম দলের ইস্যু - শিশু নির্যাতন ও মাদকাসক্তি

দলের কাজ ভালভাবে বুঝিয়ে ইমপ্রোভাইজের মাধ্যমে নাটক তৈরির জন্য সময় ও দলীয় কাজের স্থান নির্বাচন করে দেবেন।

দলের কাজ হবে :

■ প্রত্যেকটি দল পৃথক ভাবে বসবেন এবং দলের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় বা ইস্যু সকলে আলোচনা করে নাট্যাংশ তৈরি করবেন।

■ প্রতিটি দলে একজন সহায়ক থাকবেন যিনি নাটক তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে দলের সদস্যদের উৎসাহিত ও সহযোগিতা করবেন।

দলীয় কাজ চলাকালে সহায়ক প্রতিটি দলে যাবেন এবং দলীয় কাজে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

অধিবেশন : ০৫

দিবস : ২য়
বিষয় : ইস্যুভিত্তিক তাৎক্ষণিক নাটক অভিনয় ও মূল্যায়ন
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ

- ইস্যুভিত্তিক দলীয়ভাবে প্রস্তুত নাটক প্রদর্শন করতে পারবেন।
- অভিনয় শেষে তাৎক্ষণিক নাটক নির্মাণের ভুল বা প্রাপ্তি সমূহ বুঝতে সক্ষম হবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : প্রদর্শন ও আলোচনা
উপকরণ : বোর্ড, মার্কার ও ফ্লি¬প চার্ট বা স্থানীয় উপকরণ : e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার
সহায়ক উপকরণ : মাস্কিং টেপ ও পুশ পিন

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক ইস্যুভিত্তিক তাৎক্ষণিক নাটক তৈরির সময় শেষ হবার পর সবাইকে একত্রে বসতে বলবেন ও একে একে নাটক প্রদর্শন করতে বলবেন।

প্রত্যেক দল পর্যায়ক্রমে দলীয় কাজ অর্থাৎ দলীয়ভাবে তৈরিকৃত নাটক প্রদর্শন করবেন।

পূর্বের (নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় দিক) অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত আলোচিত বিষয় ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নাটক অথবা অভিনয় প্রদর্শিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনার সুযোগ দেবেন।

ধাপ ২ : প্রতিটি দলের প্রদর্শন শেষে পর্যালোচনা করবেন।

পর্যালোচনার বিষয়গুলো হলো :

- নাটকের কাহিনী।
- নাটকের ইস্যু ও মূল ম্যাসেজ বা মূলবার্তা স্পষ্ট হয়েছে কিনা।
- নাটকে দ্বন্দ্ব আছে কি না।
- নাটকের শুর“ ও শেষের মধ্যে বিন্যাস ঠিক আছে কিনা।
- কাহিনীর ধারাবাহিকতা আছে কিনা।
- ঘটনার বাস্ড়বতা আছে কিনা।
- অভিনয় স্থানের ব্যবহার ঠিক মতো হয়েছে কিনা।
- অভিনয়ের ভালো ও দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা।

ধাপ ৩ : উলি¬খিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে অংশগ্রহণকারীরা প্রদর্শিত নাটকের ভালো দিক ও দুর্বল দিক সম্পর্কে মতামত দেবেন।

সহায়ক অনুরূপভাবে তার মতামত দেবেন।

এ পর্যায়ে সম্ভাব্য যে দুর্বলতাগুলো বেরিয়ে আসতে পারে তা হলো:

- কাহিনী আকর্ষণীয় না হওয়া।
- কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব না থাকা।

- মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান সঠিকভাবে না হওয়া।
- চরিত্র অনুযায়ী অভিনয় না হওয়া।
- নাটকের মূল ম্যাসেজটি অথবা মূল বক্তব্য না বুঝতে পারা।
- কাহিনী বিন্যাস সঠিক ভাবে না হওয়া।
- মূল গল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছোট ছোট ঘটনা অথবা গল্প যুক্ত না করা।
- কম্পোজিশান ঠিক না হওয়া।
- ওভার ল্যাপিং অথবা এক সাথে কথা বলা।
- e-কিং ও মুভমেন্ট ঠিক মতো না হওয়া।
- আই কন্ট্রাকট্ অর্থাৎ অভিনেতাদের চোখে চোখে দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ভাব প্রকাশ না হওয়া।
- অভিনয় স্থানের ব্যবহার (মঞ্চের ব্যবহার) সঠিকভাবে না করা।
- প্রবেশ ও প্রস্থান যথাযথ হয় নি।
- চরিত্র ও চরিত্রায়ণ তুলে ধরতে না পারা।
- তথ্য বিভ্রাটের উপস্থিতি।
- প্রস্তুতি।
- অতিরিক্ত তথ্য দেবার প্রবণতা।
- দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার না থাকা।
- পরিমিতি বোধের অভাব।
- অতি অভিনয়।
- নাটকের শুর“ এবং শেষ কাহিনী বিন্যাস সঠিক না হওয়া।

ধাপ ৪ : সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার পর সহায়ক বলবেন,তাৎক্ষণিক অভিনয় অথবা পরিবেশনার ক্ষেত্রে সাধারণত এই সমস্যাসমূহ ঘটে থাকে ফলে নাটকের কোন শিল্পমান তৈরি হয় না।

সহায়ক সমস্যা সমূহের প্রকৃতি ও কেন হয় তা ব্যাখ্যা করবেন এবং বলবেন পর্যায়ক্রমে প্রতিটি অধিবেশনে নাটক নির্মাণের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করার মধ্য দিয়ে সমস্যাসমূহ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হবে।

ধাপ ৫ : সহায়ক এই পর্যায়ে নিচে উ˜ি-খিত প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীদের কাছে তুলে ধরবেন–

- এ নাটকে কারা অভিনয় করেছে?
  উত্তর আসবে- আমরা।
- এ নাটকের কাহিনী কোথাকার এবং কাদের?
- এ নাটকের দর্শক কারা?

উত্তর আসবে- আমরা এবং আমাদের আশেপাশের সকল মানুষ।

সহায়ক প্রশ্ন উত্তর থেকে সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করবেন এবং ব্যাখ্যা করে বলবেন, জনগণের মধ্য থেকে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য এই নাটক জনগণের সামনে অভিনীত হলো। সুতরাং নিজেদের কথা বলার জন্য এই নাটকের গুর“ত্ব অনেক।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৬

দিবস : ২য়
বিষয় : পান্ডুলিপি বা নাটক লেখার পূর্বশর্ত
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- নাটক লেখার পূর্বশর্তসমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে এবং শর্তগুলো

অনুসরণ করে পান্ডুলিপি লিখতে পারবেন

সময় : ৪০ মিনিট
পদ্ধতি : আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর ও বিশেণ্টষণ
উপকরণ : পান্ডুলিপি লেখার শর্ত ও লিখিত চার্ট
সহায়ক উপকরণ : বোর্ড, মার্কার ও ফ্লিপ চার্ট বা স্থানীয় উপকরণ:
e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং বলবেন আমরা গত অধিবেশনে দলীয়ভাবে তাৎক্ষণিক নাটক তৈরি ও প্রদর্শন করেছি। নাটক তৈরি ও প্রদর্শনে ইতোমধ্যে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

থিয়েটার এর জন্য ভালো পান্ডুলিপি তৈরি বা লেখার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পান্ডুলিপি ভালোভাবে তৈরি করতে পারলে নাটক আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় করা সম্ভব।

ধাপ ২ : এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য প্রশ্ন করবেন একটি ভাল পান্ডুলিপি লেখার জন্য আমাদের কি করা প্রয়োজন?

অংশগ্রহণকারীগণ মতামত শুনবেন এবং e-্যাক বোর্ড বা ফ্লিপ চার্টে লিখবেন এবং বিশেণ্টষণ করবেন।

অংশগ্রহণকারীদের দিক থেকে যে সমস্ড় মতামত আসতে পারে তা হলো- ভালো কাহিনী, বিভিন্ন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি ইত্যাদি।

ধাপ ৩ : এরপর সহায়ক পান্ডুলিপি লেখার পূর্বশর্ত লেখা পোস্টার পেপার বা ফ্লিপ চার্টটি প্রদর্শন করবেন এবং শর্তগুলো নিয়ে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন।

শর্তসমূহ :

- জীবনভিত্তিক গল্প।
- গল্পের ধারাবাহিক দৃশ্য বিন্যাস।
- টেনশন।
- দ্বন্দ্বের উপস্থিতি।
- গল্পের বিষয় অনুযায়ী সঠিক চরিত্র সৃষ্টি।
- মূল গল্পের সাথে ছোট ঘটনা অথবা গল্প যুক্ত করা।

ধাপ ৪ : সহায়ক শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনার পর শিখন যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন (যেমন– দ্বন্দ্ব এবং টেনশন কি ? কি ভাবে টেনশন নাটকের দ্বন্দ্বকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে, চরিত্রগুলো নাটকের গল্পকে কিভাবে প্রকাশ করে, মূল গল্পের সাথে কোন ধরনের ছোট ঘটনা যুক্ত করা যেতে পারে–এর উদাহরণ ইত্যাদি) করবেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৭

দিবস : ২য়
বিষয় : থিয়েটার গেম-কিলার গেম
উদ্দেশ্য : এই গেমের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আই কন্ট্রাক্ট হবে অভিনয়ের এ্যাকশান রিএ্যাকশান ও ইমপালস্ সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন
সময় : ১ ঘণ্টা

পদ্ধতি : অভিব্যক্তি বিনিময়, অনুশীলন, বৃত্ত রচনা ও এলোমেলোভাবে চলা
উপকরণ : বিশেষ কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে খেলায় আমন্ত্রণ জানাবেন এবং আসন ছেড়ে বৃত্ত রচনা করতে বলবেন।

এরপর সহায়ক সকলকে প্রশিক্ষণ কক্ষে এলোমেলোভাবে হাঁটতে বলবেন এবং হাঁটতে হাঁটতে যে সামনাসামনি পড়বে তার চোখের দিকে তাকাতে বলবেন।

এর থেকে যা জানা যাবে তা হলো–

চোখের দৃষ্টি রেখা বা আই লেবেলটি বোঝা সম্ভব হবে, যা নাটকে অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীর জন্য খুব জর“রি।

ধাপ ২ : এরপর সহায়ক সকলকে পুনরায় বৃত্ত রচনা করতে বলবেন।

কিলার গেমের নিয়মগুলো বুঝিয়ে দেবেন এই গেমে অংশগ্রহণকারীদের যা করতে হবে তা হলো :

অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সুনির্দিষ্ট স্থানে এলোমেলোভাবে হাঁটতে থাকবে।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩/৪ জন কিলার থাকবে যা পূর্বেই নির্ধারণ করে দেবেন সহায়ক।

কিলার তার সুবিধা মতো যে কোন অংশগ্রহণকারীর দিকে চোখ মারবেন।

কিলার চোখ মারার সাথে সাথে যাকে চোখ মারা হলো সে চিৎকার দিয়ে পড়ে যাবে অর্থাৎ সে মৃত্যুবরণ করবে।

অন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে সচেতন থাকতে হবে কে কিলার তা ধরার জন্য। কেউ কিলারকে চিনতে পারলে তা সহায়কের কানে কানে জানাবে। সহায়ক সেই কিলারকে সরিয়ে দেবেন।

ধাপ ৩ : খেলা শেষে সহায়ক বলবেন কিলার গেইমস্ এ যা বোঝা যাবে:

এ্যাকশান - রিএ্যাকশান

এ্যাকশান - চোখে ইঙ্গিত দেয়া।

রিএ্যাকশান - চিৎকার বা শব্দ করে শরীর দিয়ে বিভিন্ন দেহ ভঙ্গিমা করে পড়ে যাওয়া।

ইমপালস্ অর্থাৎ মুহুর্তের মধ্যে বা চোখের পলকে ঘটে যাওয়া কোন কিছু ফুটিয়ে তোলা।

অর্থাৎ প্রতিটি এ্যাকশান এর রিএ্যাকশান চোখের পলকে ঘটবে। রিএ্যাকশানের সাথে অভিনয়ের সম্পর্ক গভীর। এর মধ্য দিয়ে সহ অভিনেতার সাথে সম্পর্ক এবং যে কোন বিষয়ে আদান প্রদান স্পষ্ট হয়।

খেলা চলাকালীন সময় সহায়ক সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সমস্যা হলে তা সমাধানের চেষ্টা করবেন এবং কেন সমস্যা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করবেন। সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৮

দিবস : ২য়
বিষয় : পান্ডুলিপি পাঠ ও ব্যাখ্যা
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- নাটক লেখার জন্য যে যে বিষয় থাকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- নাটকে ইস্যু বা দ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন।
- নাটকে পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্য নির্মাণের বিষয়টি বুঝতে পারবেন।
- দৃশ্য নির্মাণের পরিমিতিবোধ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সময়　　: ১ ঘন্টা
পদ্ধতি　　: দল গঠন, অংশগ্রহণমূলক ও প্রদর্শন
উপকরণ　　: নমুনা পান্ডুলিপি
সহায়ক উপকরণ : বোর্ড, মার্কার ও ফ্লিপ চার্ট বা স্থানীয় উপকরণ-ব্ল্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার বা ব্রাউন পেপার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে ভাগ করে দিয়ে দলীয়ভাবে সবাই মিলে পান্ডুলিপি পাঠ করতে বলবেন। সহায়ক পান্ডুলিপি পাঠে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য চরিত্র নির্দিষ্ট করে বা প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমিকভাবে পান্ডুলিপির অংশ বিশেষ পড়বেন তা বলবেন।

ধাপ ২ : সবাই বৃত্তাকারে বসে পান্ডুলিপি পাঠের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। পান্ডুলিপি পাঠের মধ্য দিয়ে গত দু'দিন নাটক নির্মাণে বা পান্ডুলিপি লেখার জন্য যে　　　সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা ও কাজ হয়েছে তা পান্ডুলিপিতে আছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করবেন। দলে সকলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পোস্টার পেপারে লিখবেন।

ধাপ ৩ : পাঠ শেষে প্রত্যেক দল তাদের মতামত উপস্থাপন করবেন। প্রথম দলের উপস্থাপন শেষে সহায়ক অন্য দলের মন্তব্য নিয়ে প্রয়োজনে উদাহরণ টেনে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। এভাবে দ্বিতীয় দলও তাদের মতামত উপস্থাপন করবেন। সহায়ক পূর্বের ন্যায় ব্যাখ্যা করে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানবেন।

অধিবেশন : ০৯

দিবস　　: ২য়
বিষয়　　: পান্ডুলিপি থেকে অভিনয়
উদ্দেশ্য　　: এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ পান্ডুলিপি থেকে অভিনয় করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন
সময়　　: ৩০ মিনিট
পদ্ধতি　　: অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও প্রদর্শন
উপকরণ　　: নাটকের পান্ডুলিপি
সহায়ক উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ ও পুশ পিন বা স্থানীয়
উপকরণ　　: ব্ল্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার বা ব্রাউন পেপার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন।

সহায়ক জিজ্ঞেস করবেন পান্ডুলিপি থেকে অভিনয় করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে?

অংশগ্রহণকারীদের উত্তরগুলো শুনবেন এবং চার্টে লিখবেন।

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে যে যে উত্তরগুলো পাওয়া যাবে :

- নির্দেশক নির্বাচন করতে হবে।
- পান্ডুলিপি পাঠ করতে হবে।
- অভিনেতা অথবা অভিনেত্রী নির্বাচন করতে হবে ও চরিত্র বন্টন করতে হবে।
- সংলাপ মুখস্ত করতে হবে।
- চরিত্র বিশ্লেষণ ও চরিত্রায়ণ করতে হবে।
- মহড়ার স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

– মহড়ার সময় নির্ধারণ করতে হবে।
– আবহ সঙ্গীতের প্রয়োজন আছে কিনা দেখতে হবে।
– পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে।
– দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা তৈরি করতে হবে।
– চরিত্রানুযায়ী পোশাক ও রূপসজ্জা নিতে হবে।
– চূড়ান্ড় মহড়া শেষ করতে হবে।
– সেট বা মঞ্চ সামগ্রী তৈরি বা জোগাড় করতে হবে।

ধাপ ২ : এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে যে করণীয়গুলো নিরূপণ করেছেন তা ধারাবাহিকভাবে সাজাবেন–

১. নির্দেশক।
২. নাট্যকর্মী অথবা সংস্কৃতিককর্মী।
৩. মহড়ার সময় নির্ধারণ।
৪. মহড়ার স্থান নির্ধারণ।
৫. চরিত্র বণ্টন।
৬. চরিত্র বিশেণ্ঢষণ।
৭. আবহ সঙ্গীত অথবা মিউজিক।
৮. পোশাক।
৯. সেট।
১০. দ্রব্যসামগ্রী।
১১. আলো।
১২. চূড়ান্ড় মহড়া।
১৩. চূড়ান্ড় মঞ্চায়নে পূর্ব প্রস্তুতি।
   ক. প্রদর্শনীর স্থান নির্ধারণ।
   খ. প্রচার।
   গ. মঞ্চ নির্মাণ।
   ঘ. আসন ব্যবস্থা।
   ঙ. ব্যবস্থাপনা দল।
১৪. চূড়ান্ড় মঞ্চায়ন বা নাটক প্রদর্শন এবং মিথষ্ক্রিয়া (ইন্টারেকশান)।

ধাপ ৩ : সহায়ক করণীয়সমূহ নির্ধারণ করার পর সেগুলো ২/৩ জনকে পাঠ করতে বলবেন এবং পোস্টার পেপারে লিখে টানিয়ে দেবার জন্য ২/৩ জনকে দায়িত্ব দেবেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ১০

দিবস : ২য়

বিষয় : দলীয় অনুশীলন- পঠিত পাণ্ডুলিপি বা নাটকের কাহিনী সংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে নাট্য মুহুর্ত নির্মাণ ও প্রদর্শনী

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- পুর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে পাণ্ডুলিপি বা নাটকের কাহিনী সংক্ষেপ থেকে নাটক নির্মাণের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করবেন।

- সমস্যা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- ইস্যু অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে।
- কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নের ইস্যুসমূহ দ্বারা নাট্যমুহূর্ত নির্মাণ করতে ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
পদ্ধতি : দল বিভাজন, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও নাট্যমুর্হুত নির্মাণ, প্রদর্শন ও মূল্যায়ন
উপকরন : fl¬প চার্ট, বোর্ড, মার্কার ও পুশপিন বা স্থানীয় উপকরণ : e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার বা ব্রাউন পেপার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুর“ করবেন। দল বিভাজন করবেন। পূর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে দেয় পা্ুলিপি বা নাটকের কাহিনী সংক্ষেপ থেকে কোন কোন চরিত্র বা নাট্যমুহূর্ত নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের নিয়ম বলে দেবেন।

⊖ সহায়ক প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দেবেন।
⊖ প্রত্যেক দলকে নির্দিষ্ট বিষয় জানিয়ে দেবেন।
⊖ তাৎক্ষণিক অভিনয়ের প্রস্তুতির জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
⊖ এই প্রস্তুতিকালীন সময়ে কেউ পা্ুলিপি দেখে অভিনয়ের প্রস্তুতি নিতে পারবে না। তবে কাহিনী সংক্ষেপটি প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন।

ধাপ ২ : নাটক নির্মাণের নির্দিষ্ট সময় শেষে সহায়ক প্রতিটি দলকে তাদের অভিনয় দেখাতে বলবেন। অভিনয়ের পর সকলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা করা হবে। সহায়ক সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করবেন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করবেন।

সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অধিবেশন : ০১

দিবস : ৩য়
বিষয় : নাটকের জন্য শরীর ও কণ্ঠের অনুশীলন
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- শারীরিক জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- অনুশীলনের পদ্ধতি জানবেন।
- শারীরিক ও মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
- কণ্ঠচর্চা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- কণ্ঠের জড়তা কাটিয়ে উঠে সাবলীলভাবে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অনুশীলন

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ২ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৩ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন কণ্ঠের ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৪ : সবশেষে সহায়ক শরীর ও কণ্ঠ শিথিল করার ব্যায়াম শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০২

দিবস : ৩য়

বিষয় : কণ্ঠশীলন/সংগীতের চর্চা ও বাচিক অভিনয়

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা অর্জন করবেন।
- স্বরচর্চা এবং স্বরচর্চার কৌশল জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মনোযোগ ও দলের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং এর কৌশলগুলো জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইম্পালস স্বরের ওঠানামার কৌশল জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : অনুশীলন ও আলোচনা

উপকরণ : বিশেষ কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুর‍ুতেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন ও কুশল বিনিময় করবেন।

এরপর সহায়ক সকল অংশগ্রহণকারীকে একটি সার্কেলে বসতে বলবেন। নিজে হাঁটু গেড়ে বসে অন্যদেরও সেভাবে বসতে বলবেন। সবাইকে দীর্ঘ করে শ্বাস টেনে ১০ সেকেন্ড ধরে রাখার পর সুর করে আস্তে আস্তে ছাড়তে বলবেন অর্থাৎ শ্বাস ছাড়তে হবে শব্দ করে। নিঃশ্বাস গ্রহণ, ধরে রাখা এবং ছাড়া এই তিনটি স্তরেই তিন ধরনের অনুভূতি তৈরি হবে। নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় সবচেয়ে ভালো অনুভূতি তৈরি হবে।

সহায়ক বলবেন অভিনয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের মিশ্র অনুভূতি অর্থাৎ কখনো কষ্টকর কখনো ভালো লাগার মতো অনুভূতি তৈরি ও স্বর প্রক্ষেপনের প্রয়োজন হয়।

ধাপ ২ : এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে

A E I O U

এই পাঁচটি দলে ভাগ করবেন।

উল্লিখিত অক্ষর অনুযায়ী দলের নামকরণ করে প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন স্থানে দাড়াতে বলবেন। দলগুলো এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে দলের একটি বৃত্ত তৈরি হবে।

ধাপ ৩ : এরপর সহায়ক যে দলকে হাত দিয়ে নির্দেশনা দেবেন সেই দলকে সমস্বরে জোর শব্দে তাদের দলের নাম বলতে হবে এভাবে সহায়ক যে দলের দিকে হাত নির্দেশ করবেন এবং যতবার নির্দেশ করবেন ততবার সেই দলকে সেই অক্ষরটি সমস্বরে বলতে হবে।

সহায়ক প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন দলের প্রতি দ্রুত হাত নির্দেশ করবেন তাতে সুন্দর সুর তরঙ্গ তৈরি হবে।

যেমন : A- A
I- I
A U I O
E I 0 U A

ধাপ ৪ : এরপর সহায়ক খুব ধীরে সময় নিয়ে অক্ষরগুলো বলতে বলবেন। যাদের দিকে হাত নির্দেশ করবে সেই দল নিম্ন উলেণ্ঢখিতভাবে উচ্চারণ করবে। তাতে নতুন সুর তরঙ্গ তৈরি হবে।

যেমন : A————
E ————
I ————
O ————
U ————

এভাবে সহায়ক বিভিন্নভাবে স্বরের ওঠানামার অনুশীলনটি করবেন। মঞ্চে অভিনয়ের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন।

প্রয়োজনীয়তা :

– অভিনয় করার সময় কণ্ঠের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।
– শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে কণ্ঠের মাধ্যমে বিভিন্ন আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।

সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৩

দিবস : ৩য়
বিষয় : কিশোরী অভিযান কর্মসূচিতে নাটক ও অন্যান্য থিয়েটার আঙ্গিকের গুর ত্ব ও পুনরায় ইস্যু নির্ধারণ

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- কিশোরী অভিযান-এ নাটক ও অন্যান্য থিয়েটার আঙ্গিকের গুর ত্ব সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নের ইস্যুসমূহ নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট
পদ্ধতি : আলোচনা, প্রদর্শন, বিশেণ্ঢষণ ও দলীয় অনুশীলন
উপকরণ : ভিপ কার্ড, বোর্ড, মার্কার ও পুশপিন বা স্থানীয় উপকরণ : e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার বা ব্রাউন পেপার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুর করবেন।

এরপর বলবেন আমরা সবাই এখানে নাটক করতে এসেছি। কিশোরী অভিযানে আমরা কেন এবং কিসের জন্য নাটক করবো সেটা কি ভাবতে পারছি?

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সম্ভাব্য উত্তর আসবে-হ্যাঁ।

এরপর অংশগ্রহণকারীদের পোস্টার পেপার, সাদা কাগজ ও মার্কার প্রদান করবেন এবং প্রত্যেককে একাধিক প্রয়োজনীয়তার দিক লিখতে বলবেন।

ধাপ ২ : লেখা শেষে পোস্টার পেপার বা কাগজগুলো সংগ্রহ করবেন এবং একটি একটি করে লেখা বিষয় পাঠ করে বোর্ডে লাগাবেন বা e-্যাক বোর্ড অথবা fl¬প চার্টে লিখবেন।

সম্ভাব্য যে বিষয়গুলো আসবে তাহলো :

– বাল্যবিবাহ রোধে সচেতন করার জন্য।
– শিশুর অধিকার শিশুদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য।
– কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য।
– উন্নয়নকে ধরে রাখার জন্য।
– শিশু পাচার রোধ করার জন্য।
– সচেতনতার জন্য।

ধাপ ৩ : বোর্ডে লেখা বা লাগানো কাগজগুলো বিষয়ভিত্তিক পর্যায়ে ভাগ করে একসাথে করবেন। এবার মূল বিষয়গুলো পুনরায় e-্যাক বোর্ডে অথবা fl¬প চার্টে লিখবেন।

যেমন :

– সচেতনতা সৃষ্টির জন্য।
– কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য।
– অন্যায়ের বির“দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য।
– অধিকারগুলো জানার জন্য।
– উন্নয়নকে ধরে রাখার জন্য।

ধাপ ৪ : কোন গুর“ত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা অংশগ্রহণকারীদের মতামত থেকে আসেনি তা বিশে¬ষণ করে যুক্ত করবেন।

অধিবেশন : ০৪

দিবস : ৩য়
বিষয় : থিয়েটার গেম-ট্রাস্ট গেম
উদ্দেশ্য : এই খেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ

- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাবে।
- খেলাটির পদ্ধতি ও কৌশল রপ্ত করতে পারবেন।
- মনোযোগ ও ওই মুহূর্তে কি করণীয় সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ড় ও তা কাজে পরিণত করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট
পদ্ধতি : আলোচনা, দল বিভাজন ও দলীয় অনুশীলন
উপকরণ : বিশেষ কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই

প্রক্রিয়া

সহায়ক সকলকে খেলার আমন্ত্রণ জানাবেন। সবাইকে এলোমেলোভাবে চলতে বলবেন দ্র“ততার সাথে চলতে চলতে সহায়ক যে সংখ্যাটি জোরে শব্দ করে বলবেন সেই অনুযায়ী সবাই দ্র“ত জোট বাঁধবেন।

এই প্রক্রিয়ায় সহায়ক ৪/৫ সংখাটি বলে সমগ্র অংশগ্রহণকারীকে ৪/৫ টি দলে ভাগ করবেন। দল ভাগ শেষে খেলার নিয়মটি বুঝিয়ে দেবেন।

খেলার নিয়ম হলো :

দলগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় বৃত্তাকারে দাঁড়াবে। একজন বৃত্তের মাঝখানে চোখ বন্ধ করে দাঁড়াবে। এবার মাঝে দাঁড়ানো অংশগ্রহণকারী নিজেকে সোজা রেখে যে কোনদিকে পড়ে যেতে থাকবে। যেদিকে পড়ছে সে পাশে দাঁড়ানো অংশগ্রহণকারী তাকে আস্েড় করে ঠেলে দেবে। এভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকবে। তারপর বৃত্তের মাঝে দাঁড়ানো অংশগ্রহণকারী সরে গিয়ে বৃত্তের বাইরে দাঁড়াবেন এবং অন্য একজন এসে মাঝে দাঁড়াবেন। পুনরায় খেলা শুর ু হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে সবাই অংশগ্রহণ করবেন।

এবার সহায়ক এই খেলা খেলতে গিয়ে যে সমস্যা হয়েছে তা খুঁজে বের করে তা কেন হয়েছে ব্যাখ্যা করবেন।

– অপরজনকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় নি।
– মনোযোগের অভাব ছিলো।
– পূর্ণ আন্ড়রিকতা ছিলো না।
– মনে দ্বিধা ছিলো।

উপ্র-খিত কারণগুলো কিভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব তা বলবেন।
সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৫

দিবস : ৩য়
বিষয় : নাটক নির্মাণ ও অভিনয়ের প্রয়োজনীয় দিক
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- নাটক ও অভিনয়ের প্রয়োজনীয় দিক অথবা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও প্রদর্শন
উপকরণ : ভিপ কার্ড, বোর্ড, মার্কার, মাস্কিং টেপ ও পুশপিন বা স্থানীয়
উপকরণ : e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার বা ব্রাউন পেপার
সহায়ক উপকরণ : ফ্লি¬প বোর্ড

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুর ু করবেন।

এবার বলবেন পূর্বের অধিবেশনে আমরা আমাদের নাটক পরিবেশনা থেকে অনেক সমস্যা চিহ্নিত করেছিলাম, সমস্যাসমূহের প্রকৃতি বা ধরন ও কেন এই সমস্যাগুলো হয় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই আলোচনা থেকে আমরা কিছুটা বুঝতে পেরেছি নাটকের জন্য কি প্রয়োজন হয়।

এখন আমরা বিশেণ্ডষণ করে দেখবো একটি নাটকে অভিনয়ের জন্য কি কি প্রয়োজন হয়।

ধাপ ২ : সহায়ক এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধাপ ১ এর প্রেক্ষিতে প্রশ্ন করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন। প্রয়োজনে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন এবং e-্যাক বোর্ডে বা ফ্লি¬প চার্টে লিখবেন।

প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো হলো:

– দর্শক।
– অভিনেতা অথবা অভিনেত্রী।
– কাহিনী অথবা নাটকের পাণ্ডুলিপি।
– নির্দেশক অথবা পরিচালক।

– দ্বন্দ্ব।
– অভিনয়।
– মহড়া।
– মঞ্চ।
– অভিনয় সামগ্রী।
– পোশাক।
– রূপসজ্জা।
– আলো।
– আবহসংগীত।
– সেট ডিজাইন।

ধাপ ৩ : সহায়ক বলবেন পান্ডুলিপি থেকে অভিনয় এই আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উপরোক্ত অনেক বিষয় সম্পর্কে পূবেই বিস্তারিত জেনেছি। এবার আমরা ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার বা আমরা যে নাটক করতে চাই তার জন্য ন্যূনতম কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়া উচিত তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে উপরোক্ত উদাহরণের ভিত্তিতে সহায়ক প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করবেন এবং কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়া উচিত তা নির্ধারণ করবেন। পরিশেষে বলবেন, আমাদের ন্যূনতম প্রয়োজন দ্বান্দ্বিক হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বা নাটকের পান্ডুলিপি, একজন সহায়ক বা পরিচালক, অভিনেতা অভিনেত্রী, মহড়া, চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদ, দ্রব্যসামগ্রী, আবহসঙ্গীত, অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, দর্শক এবং প্রয়োজনে স্বল্প রূপসজ্জা।

ধাপ ৪ : আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাইয়ের জন্য সহায়ক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

১. অভিনয়ের জন্য কি প্রয়োজন।

২. নাটকের জন্য কি প্রয়োজন।

পরিশেষে যদি সময় থাকে তবে সহায়ক থিয়েটার গেম করিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৬

দিবস : ৩য়
বিষয় : পূর্ববর্তী অধিবেশনের প্রেক্ষিতে দলীয় মহড়া সমস্যা বা ইস্যুভিত্তিক নাটক অভিনয়ের প্রস্তুতি
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ

- দলীয়ভাবে ইস্যুভিত্তিক নাটক অথবা অভিনয় প্রস্তুতের কৌশল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দলীয়ভাবে ইস্যুভিত্তিক নাটক অথবা অভিনয় তৈরি করতে সক্ষম হবেন।
- পঠিত পান্ডুলিপির আদলে কিভাবে সত্য বা জানা নতুন কাহিনী নিয়ে নাটক নির্মাণ করা যায় তার অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।
- নাটক অভিনয়ের জন্য যে পূর্ব শর্তগুলো পূরণ করার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তার ব্যবহারিক চর্চা করতে পারবেন।

সময় : ৪০ মিনিট
পদ্ধতি : দলীয় অনুশীলন ও প্রদর্শন
উপকরণ : নমুনা পান্ডুলিপি বা নমুনা পান্ডুলিপির কাহিনী সংক্ষেপ
সহায়ক উপকরণ : স্থানীয় উপকরণ-e-ব্ল্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার বা ব্রাউন পেপার, মার্কার ও মাস্কিং টেপ।

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন।

১, ২, ৩, ৪ গণনা করে অংশগ্রহণকারীদের ৪ টি দলে বিভক্ত করে দলের নামকরণ করবেন এবং দলের কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দলীয় কাজের সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দেবেন।

ধাপ ২ : সহায়ক দলের জন্য আলোচনা সাপেক্ষে ইস্যু নির্ধারণ করে দেবেন। সম্ভাব্য ইস্যু হতে পারে–
১ম দলের ইস্যু - জেন্ডার
২য় দলের ইস্যু - বাল্যবিবাহ
৩য় দলের ইস্যু - যৌতুক
৪র্থ দলের ইস্যু - শিশু পাচার, নির্যাতন ও মাদকাসক্তি

ধাপ ৩ : দলের কাজ হবে–

- প্রতিটি দল পৃথকভাবে বসবে এবং দলীয়ভাবে আলোচনা করে পান্ডুলিপির কাহিনী ও চরিত্রের উপর ভিত্তি করে নাটক তৈরি করবেন।
- সহায়ক প্রতি দলকে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের নাটক তৈরি করতে বলবেন
- দলীয় কাজ চলাকালে সহায়ক প্রতিটি দলে যাবেন এবং দলীয় কাজে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। সহায়ক প্রয়োজনে সদস্যদের নাটক তৈরি করতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করবেন।

অধিবেশন : ০৭

দিবস : ৩য়

বিষয় : পূর্ববর্তী অধিবেশনে ইস্যুভিত্তিক নাটক নির্মাণের দলীয় মহড়া অথবা অভিনয় প্রস্তুতি শেষে অভিনয় প্রদর্শন ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ

- দলীয়ভাবে প্রস্তুত নাটক প্রদর্শন করতে পারবেন।
- প্রদর্শিত নাটকের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য বুঝতে সক্ষম হবেন।
- প্রদর্শিত নাটকে যে সকল দুর্বলতা রয়েছে তা জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা।

পদ্ধতি : দলীয় নাটক প্রদর্শন।

উপকরণ : নমুনা পান্ডুলিপি বা নমুনা পান্ডুলিপির কাহিনী সংক্ষেপ।

সহায়ক উপকরণ : স্থানীয় উপকরণ-e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার।

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন। প্রত্যেক দলকে বড় দলে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং তাদেরকে একে একে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

ধাপ ২ : প্রত্যেক দল পর্যায়ক্রমে দলীয় কাজ অর্থাৎ দলীয়ভাবে তৈরি নাটক প্রদর্শন করবেন।

নাটক প্রদর্শন শেষে পূর্বের (নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় দিক) অধিবেশনে আলোচিত বিষয় ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নাটক অথবা অভিনয় প্রদর্শিত হয়েছে কিনা তা সহায়ক পর্যালোচনার সুযোগ দেবেন।

পর্যালোচনার সম্ভাব্য বিষয়গুলো হলো :

– নাটকের কাহিনী।
– অভিনয়।
– ম্যাসেজ বা মূল বার্তা।
– দ্বন্দ্ব।
– নাটকের শুরু ও শেষ।
– দৃশ্যের ধারাবাহিকতা।
– মঞ্চের ব্যবহার।

ধাপ ৩ : উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে অংশগ্রহণকারীরা প্রদর্শিত নাটকের

ভালো ও দুর্বল দিক সম্পর্কে সম্ভাব্য মতামত দেবেন।

সহায়ক অনুরূপভাবে তাঁর মতামত দেবেন।

এ পর্যায়ে সম্ভাব্য যে দুর্বলতাগুলো বেরিয়ে আসতে পারে তা হলো :

–কাহিনী আকর্ষণীয় না হওয়া।
–কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব না থাকা।
–মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান সঠিক ভাবে না হওয়া।
–চরিত্র অনুযায়ী অভিনয় না হওয়া।
–নাটকের মূল ম্যাসেজটি অথবা মূল বক্তব্য না বুঝতে পারা।
–কাহিনী বিন্যাস সঠিক ভাবে না হওয়া।
–মূল গল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছোট ছোট ঘটনা অথবা গল্প যুক্ত না করা।

ধাপ ৪ : সহায়ক উTj-খিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করার পর নাটক অভিনয়ের ভাল দিকগুলোর জন্য প্রশংসা করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করবেন। পরবর্তীতে এই সমস্যাগুলো যাতে না হয় সেদিকে দলীয় কাজের সময় মনযোগী হওয়ার পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৮

দিবস : ৩য়
বিষয় : চরিত্র বিশেøষণ ও চরিত্রায়ণ
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- চরিত্র বিশেøষণ পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- চরিত্রায়নের ধারণা, নাটকে চরিত্রায়নের গুরুত্ব, চরিত্রায়ণে করণীয় বিষয়গুলো জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও ভূমিকা অভিনয় (Role Play) বা প্রদর্শন
উপকরণ : নমুনা পাণ্ডুলিপি বা স্থানীয় উপকরণ-e্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার
সহায়ক উপকরণ : পুশপিন ও মাস্কিং টেপ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন। এরপর e্যাক বোর্ডে বা fl¬প চার্টে WHO শব্দটি লিখে তার অর্থ জিজ্ঞেস করবেন। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে শব্দটির অর্থ পাওয়া যাবে- WHO অর্থ কে।

এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ২/৩ জনকে একের পর এক আহ্বান জানাবেন এবং কোন দ্রব্য সামগ্রী ও সংলাপ ছাড়া কোন চরিত্রে অভিনয় করতে বলবেন। সহায়ক অভিনয়ের সময় নির্ধারণ করে দেবেন।

অভিনয় শেষে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করবেন-একটু আগে যারা অভিনয় করলেন তারা কে কোন চরিত্র অভিনয় করলেন? অংশগ্রহণকারী উত্তর দেবেন।

অংশগ্রহণকারীদের মতামত শেষে সহায়ক বুঝতে পারা ও না পারার কারণ ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ২ : এরপর সহায়ক WHERE শব্দটি লিখবেন এবং আগের মত অর্থ জিজ্ঞেস করবেন।

অংশগ্রহণকারীগন এর অর্থ বলবে-কোথায়

এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ২/৩ জনকে একের পর এক ডাকবেন অভিনয় করে (সংলাপ ও দ্রব্য সামগ্রী ছাড়া) চরিত্র ও অভিনয়ের স্থান বোঝাতে বলবেন।

অভিনয় শেষে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করবেন আমরা এই অভিনয় থেকে চরিত্র ও অভিনয়ের স্থান কোথায় তা বুঝতে পেরেছি কিনা।

অনুরূপভাবে সহায়ক বোর্ডে WHO এবং WHERE এরপর পর্যায়ক্রমে WHEN লিখবেন এবং কয়েকজনকে চরিত্র, স্থান এবং সময় নির্দেশ করে পূর্বের মতোই অভিনয় করতে বলবেন এবং এই অভিনয় শেষে উ‌ল্লি-খিত বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি কিনা জিজ্ঞেস করবেন।

এরপর WHAT লিখে-তারপর WHY একইভাবে অভিনয় করে বোঝাতে বলবেন। অভিনয় শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করবেন আমরা সর্বশেষ অভিনয় থেকে চরিত্রটি কে, তার বয়স, অভিনয়ের স্থান, সময়, অভিনয়ের বিষয়বস্তু কি, কেন কাজটি করছে ইত্যাদি বুঝতে পেরেছি কিনা, অংশগ্রহণকারীগনের কাছ থেকে উত্তর আসবে-হ্যাঁ।

[এখানে উ‌ল্লে-খ্য, সহায়ক বিষয়গুলো অভিনয়কালে বোঝানোর জন্য প্রয়োজনে নিজেও অভিনয় করে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতে পারেন।]

ধাপ ৩ : সহায়ক জিজ্ঞেস করবেন আমরা কি কারণে অভিনয় দেখে বিষয়গুলো বুঝতে পারলাম।

অংশগ্রহণকারীগণ মতামত দেবেন সহায়ক তা শুনবেন এবং তাদের সাথে মিলিয়ে বলবেন আমরা আন্তরিক ছিলাম বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

ধাপ ৪ : এরপর সহায়ক জিজ্ঞেস করবেন চরিত্র বিশ্লেষণ কিভাবে করব?

অংশগ্রহণকারীগণ মতামত দেবেন।

অংশগ্রহণকারীগণের মতামত গ্রহণের শেষে সহায়ক বলবেন।

যিনি যে চরিত্রে অভিনয় করবেন:

সেই চরিত্রটি কে (তার পেশা, বয়স, মর্যাদা)	Who
অভিনয়ের স্থান (কোথায় সে আছে)	Where
সময় (কখন)	When
বিষয়বস্তু (কি ঘটছে)	What
কেন (কেন ঘটছে)	Why
কিভাবে (কিভাবে ঘটছে)	How

ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে কোন চরিত্রের বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে চরিত্র বিশ্লেষণ আর এই বিষয়গুলো কিভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব হবে অর্থাৎ বোঝানোর কাজটি সঠিকভাবে ঘটানো সম্ভব হলে বলা যাবে চরিত্রের চরিত্রায়ণ হয়েছে।

এরপর সহায়ক চরিত্র বিশ্লেষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন।

সহায়ক তথ্য:

- চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভালো অভিনয় করা যায়।
- বিশ্বাসযোগ্য হয়।
- অভিনয় গ্রহণযোগ্য হয়।

– চরিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়।

চরিত্র বিশেণ্ঢষণ ও চরিত্রায়ণে করণীয় :

এ পর্যায়ে সহায়ক প্রশ্ন করবেন চরিত্র বিশেণ্ঢষণ ও চরিত্রায়ণের জন্য আমাদের কি করা উচিত। অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে সহায়ক ব্যাখ্যা করবেন।

– নাটকটি পাঠ করা ও ভালোভাবে বোঝা।

– নাটকের চরিত্রগুলো ভালোভাবে বোঝা।

– চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করা।

– নাটকের চরিত্রগুলোর সাথে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার জন্য বাস্‌ড়্‌বে দেখা বিভিন্ন চরিত্রের সাথে চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখা এবং সে অনুযায়ী ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা।

সহায়ক প্রশ্ন করে শিখন যাচাই করবেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৯

দিবস : ৩য়
বিষয় : থিয়েটার গেম
উদ্দেশ্য : এই গেমস্ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- তাল লয় অভিব্যক্তি ঠিক রেখে সংলাপ প্রক্ষেপন করতে সক্ষম হবেন।
- সংলাপের মধ্যে বিদ্যমান অভিব্যক্তি স্পষ্ট করতে সক্ষম হবেন।
- একই সংলাপে কতোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব তা জানতে সক্ষম হবে। রাগ ক্ষোভ অভিমান দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠ, মুখাবয়ব ও শরীরের বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে সক্ষম হবে।
- কণ্ঠের জড়তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।
- প্রতি মুহূর্তে অংশগ্রহণকারীদের মন ও শরীর সচেতন (এলার্ট) থাকবে এবং তা অর্জন করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অনুশীলন
উপকরণ : ি¬প চার্ট ও মার্কার বা স্থানীয় উপকরণ-e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার
সহায়ক উপকরণ : সহায়ক সামগ্রীর প্রয়োজন নেই

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক গেমে সকলকে আমন্ত্রণ জানাবেন। এরপর সহায়ক e-্যাক বোর্ড বা ি¬প চার্টে লিখবেন।

তাক থেকে বই কে নিয়েছে।
নাম্বার ওয়ান এই বই নিয়েছে (নাম্বার ওয়ান বলবে)।
কে? আমি?

হ্যাঁ তুমি।
আমি নই।
তবে কে?
নাম্বার টু এই বই নিয়েছে।

ধাপ ২ : বোর্ডে লেখা শেষে সহায়ক খেলার নিয়মটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। অংশগ্রহণকারীগণ হাঁটতে এবং হাতে তালি বাজিয়ে সুর ও ছন্দে ছন্দে বোর্ডে লেখা কথাগুলো বলতে থাকবে।

ধাপ ৩ : সহায়কের আহ্বানে সবাই বৃত্তাকারে দাঁড়াবে। প্রত্যেকেই এক থেকে গণনার মাধ্যমে একটি নাম্বারে পরিচিত হবে। এবার প্রথম জন ছন্দের তালে তালে দ্বিতীয়জনের সাথে উপরোক্ত লিখিত সংলাপ পর্যায়ক্রমিকভাবে উচ্চারণ করবে। শেষ হলে দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের সাথে শুরু থেকেই আরম্ভ করবেন। মাঝে কোন বিরতি না দিয়ে খেলাটি বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

ধাপ ৪ : এবার সহায়ক বলবেন ধারাবাহিকভাবে নাম্বার না বলে খেলা চলাকালীন শেষ লাইনটি যিনি বলবেন তিনি যে কোন নাম্বার বলতে পারেন। তাহলে খেলা নির্দিষ্ট ধারাবাহিক পথে না চলে যে কোন সময় যে কারো কাছে চলে যেতে পারে। সুতরাং সবাইকে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে হবে।

খেলা শেষে সহায়ক সকলের অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

অধিবেশন : ১০

দিবস : ৩য়
বিষয় : পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী অধিবেশনের প্রেক্ষিতে ইস্যুভিত্তিক নাটক অভিনয়ের জন্য মহড়া
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- দলীয়ভাবে অনুশীলন করে ইস্যুভিত্তিক নাটক রচনা করতে পারবেন এবং প্রত্যেকেই নাটক তৈরির কৌশলগুলো জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অভিনয় প্রস্তুতের জন্য মহড়া দিতে পারবেন।
- মহড়া চলাকালীন যে সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবেন তা শনাক্ত করা এবং কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে সহায়ক তা করতে সাহায্য করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : আলোচনা, দলীয় অনুশীলন ও একক অনুশীলন
উপকরণ : নমুনা পাণ্ডুলিপি বা নমুনা পাণ্ডুলিপির কাহিনী সংক্ষেপ, কাগজ ও কলম
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলবেন আমরা ইতোপূর্বে সবাই চারটি দলে ভাগ হয়ে ইস্যুভিত্তিক নাটক তৈরি ও প্রদর্শন করেছি এতে করে আমাদের নাটক তৈরির কৌশল ও প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এবং প্রতিটি দল তাদের নাটক প্রদর্শন পরবর্তী মূল্যায়ন থেকে তাদের সমস্যা সমূহ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে ভাগ করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সময় ও দলীয় কাজের স্থান নির্ধারন করে দেন।

প্রত্যেক দলকে ইস্যুভিত্তিক নাটক তৈরির জন্য ইস্যু নির্ধারণ করে দেবেন।

ইস্যুগুলো হলো :

১ম দল - বাল্য বিবাহ

২য় দল - যৌতুক

সহায়ক বলবেন উপরোক্ত এই ইস্যু দুটিকে প্রাধান্য দিলেও এই ইস্যু দুটির মধ্য দিয়ে অন্য কোন কোন ইস্যুও নাটকের কাহিনীতে চলে আসতে পারে। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে অন্য বিষয়গুলো যেন প্রধান বিষয় না হয়ে ওঠে। এবার সহায়ক অংশগ্রহনকারীদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে দলের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অনুশীলন করতে বলবেন।

সহায়ক প্রতিটি দলে গিয়ে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। সহায়কের অন্যান্য কাজ হলো–

– সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

– নাটকের পান্ডুলিপি তৈরিতে সহায়তা।

– অভিনয়ের প্রাথমিক শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে মহড়া দেয়ায় সহায়তা করা।

মহড়া শেষে সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মহড়া শেষ করবেন।

চতুর্থ অ্যধায়

অধিবেশন : ০১

দিবস : ৪র্থ

বিষয় : নাটকের জন্য শরীর ও কন্ঠের অনুশীলন

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- শারীরিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- অনুশীলনের পদ্ধতি জানবেন।
- শারীরিত ও মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
- কণ্ঠচর্চার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রনের জন্য যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- কন্ঠের জড়তা কাটিয়ে উঠে সাবলীল ভাবে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা

পদ্ধতি : অনুশীলন

উপকরণ : বিশেষ কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ২ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৩ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন কন্ঠের ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৪ : সবশেষে সহায়ক শরীর ও কণ্ঠ শিথিলকরণ ব্যায়াম শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০২

দিবস : ৪র্থ
বিষয় : কণ্ঠের জড়তা বিমোচনে সঙ্গীত, মনন ও শরীর
উদ্দেশ্য : অংশগ্রহণকারীগণ এই অধিবেশনে

- অভিনয়ের জন্য অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক ও কণ্ঠের জড়তা বিমোচন হবে এবং জড়তা বিমোচনের কৌশল জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংগীতের মাধ্যমে কণ্ঠশীলনের সুযোগ লাভ করবেন এবং কণ্ঠশীলনের কৌশল জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সঠিকভাবে শব্দ উচ্চারণ কিভাবে করা সম্ভব সে সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- কণ্ঠের কাজ করার সময় শরীর দিয়ে কোন মুভমেন্ট তৈরি করলে সে ক্ষেত্রে এ দুয়ের সমন্বয়ের ফলে যে অনুভূতি হয় তা বুঝতে পারবেন এবং দুয়ের সমন্বয়ের অনুশীলন করে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অনুশীলন ও একক অনুশীলন
উপকরণ : হারমোনিয়াম ও কবিতা লিখিত চার্ট
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুর করবেন।

অংশগ্রহণকারীদেরকে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলবেন এবং অর্ধবৃত্তাকারে আকৃতিতে বসতে বলবেন।

এরপর একজনকে আমন্ত্রণ জানাবেন (যিনি হারমোনিয়ম বাজাতে জানেন) হারমোনিয়ম বাজানোর জন্য। এক্ষেত্রে সহায়ক নিজেও হারমোনিয়াম বাজাতে পারেন।

অংশগ্রহণকারীগণ সমবেতভাবে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি রেওয়াজ করবেন সহায়ক রেওয়াজে নিজে গলা মিলিয়ে রেওয়াজে সহযোগিতা করবেন।

ধাপ ২ : সহায়ক কবিতা লেখা পোস্টার টানিয়ে দেবেন। তারপর অংশগ্রহণকারীকে বোর্ড টানানো 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটি পড়তে বলবেন। সহায়ক ইচ্ছে করলে এই অধিবেশনের জন্য সকলের কাছে পরিচিত ছন্দময় যে কোন কবিতা বেছে নিতে পারেন।

কবিতাটি হলো–

'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

পার হয়ে যায় গর পার হয় গাড়ি
দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি।

চিক্ চিক্ করে বালি কোথা নাই কাদা
এক ধারে কাশ বন ফুলে ফুলে সাদা।

কিচি মিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।'

অংশগ্রহণকারীগণ কবিতা পাঠ করবেন এবং পাঠ শেষে পঠনে কোথায় কোথায় সমস্যা ছিলো সহায়ক তা ধরিয়ে দিয়ে সঠিকভাবে উচ্চারণ ও তাল লয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

ধাপ ৩ : এরপর সহায়ক হারমোনিয়ামে সুরে কবিতাটি সুর করে বলতে বলবেন। অংশগ্রহণকারীগণ হারমোনিয়ামের সুর ও তালে তালে কবিতা বলবেন। সমবেতভাবে অনুশীলনের পর এক এক করে অনুশীলন করতে বলবেন। এই পর্যায়ে নাটকের জন্য কণ্ঠশীলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুর“ত্ব ব্যাখ্যা করবেন।

যেমন : নাটকের জন্য কণ্ঠস্বর ওঠা নামা প্রয়োজন রয়েছে এবং সঠিকভাবে উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ধাপ ৪ : এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর রেখে দাঁড়াতে বলবেন এবং হারমোনিয়ামে সুরে কবিতাটি সুর করে বলতে বলবেন। এই পর্যায়ে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কবিতা বলার সাথে সাথে ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে বসতে ও উঠতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়ক নিজে দেখিয়ে দেবেন।

তিন থেকে পাঁচবার করার পর সহায়ক থামিয়ে দিয়ে নাটকের জন্য কণ্ঠশীলনের সাথে শারীরিক মুভমেন্টের প্রয়োজনীয়তা ও গুর“ত্ব ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ৫ : অধিবেশনের উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হলো তা নিরূপণের জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

– কণ্ঠশীলনের প্রয়োজন কেন?
– কি কি ভাবে করা যায়?
– উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষার প্রাথমিক শর্ত কি?
– কণ্ঠের সাথে শরীরের সম্পর্ক কি?

প্রয়োজনে পুনরায় ব্যাখ্যা করবেন এবং সকলকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৩

দিবস : ৪র্থ
বিষয় : দলীয় অভিনয়, অভিনয় ও পা-ুলিপি বিষয়ে মূল্যায়ন
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী

- দলীয়ভাবে তৈরি নাটক প্রদর্শন করতে পারবেন।
- দলীয়ভাবে তৈরি নাটকের পা-ুলিপি ও অভিনয়ের মূল্যায়ন সম্ভব হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণ তাদের তৈরি নাটক ও অভিনয়ের সবল ও দুর্বল দিকগুলো জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কৌশল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : দলীয় অভিনয় ও পর্যালোচনা
উপকরণ : অভিনয় ও মঞ্চসামগ্রী
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুর“তেই অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং বলবেন আমরা গত দিনে ২ টি দলে ভাগ হয়ে পূর্বের পর্যালোচনা অথবা করণীয় বিষয়গুলো চিন্তা করে দুটি নাটক তৈরি এবং তা প্রদর্শনের জন্য মহড়া অথবা অনুশীলন করেছি। এখন আমরা দল দু'টির নাটক দেখবো।

সহায়ক প্রথম দলকে তাদের নির্মিত নাটক প্রদর্শনের আহ্বান জানাবেন। দলীয় নাটক পরিবেশনের সময় অন্যান্যরা দেখবেন এবং শুনবেন এবং সবল ও দুর্বল দিকসমূহ লিখে রাখবেন (পরবর্তীতে মতামত দেবার জন্য)।

ধাপ ২ : নাটক প্রদর্শন শেষে সহায়ক অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মতামত একে একে শুনবেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ শেষে নিজেও মতামত দেবেন। সম্ভাব্য যে বিষয়সমূহ মতামত ও আলোচনায় আসতে পারে–

প্রদর্শিত নাটকের সবল দিক :

– নাটকের কাহিনী কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে।
– কাহিনী পূর্বের নাটকগুলোর তুলনায় বিস্তৃত হয়েছে।
– অভিনয় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
– মঞ্চের ব্যবহার মোটামুটি হয়েছে।
– দর্শকদের সাথে কিছুটা যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন।

প্রদর্শিত নাটকের দুর্বল দিক :

– বিষয় অনুযায়ী গল্পটির গাঁথুনি সঠিক হয় নি।
– একটি চরিত্রের সাথে অন্য চরিত্রের আই কন্ট্রাকট জোরালো ছিলো না। যে কারণে নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।
– মূল কাহিনীর সাথে আরো ছোট ছোট ঘটনা যুক্ত হতে পারতো যা করা হয় নি।
– অভিনয়ে তাৎক্ষণিক ইম্পালস্ ছিলো না।
– চরিত্রায়ণের কাজটি সঠিকভাবে হয় নি।
– নাটকটি পূর্ণাঙ্গ হয় নি।
– নাটকের কাহিনী স্বচ্ছ ছিলো না।
– কাহিনীর বিন্যাস সঠিক হয় নি।
– অভিনেতা অথবা অভিনেত্রী নির্বাচন সঠিক না হওয়া।
– দৃশ্যের শুরু এবং শেষ বোঝা সম্ভব হয় নি।

ধাপ ৩ : এরপর সহায়ক দ্বিতীয় দলকে আমন্ত্রণ জানাবেন দ্বিতীয় দল নাটক অথবা অভিনয় প্রদর্শন করবেন। অভিনয় প্রদর্শন শেষে অনুরূপভাবে প্রদর্শিত নাটকের পর্যালোচনা করবেন।

সবল দিক :

– পূর্বের চেয়ে অভিনয় ভালো হয়েছে।
– কাহিনী পূর্বের চেয়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।
– দু'একটি চরিত্রের অভিনয় ভালো হয়েছে।
– নতুন বিষয় অথবা কাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দুর্বল দিক :

– নাটকটি পূর্ণাঙ্গ হয় নি।
– মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান সঠিক হয় নি।
– মূল কাহিনী সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যান্য বিষয় বা গান যুক্ত হতে পারতো যা যুক্ত করা হয় নি।
– নাটকের দ্রব্য সামগ্রীর যে ব্যবহার দেখানো হয়েছে তা সঠিক হয় নি।
– চরিত্র চরিত্রায়ণের কাজ সঠিক হয় নি।
– কাহিনীর ধারাবাহিকতা ছিলো না।
– দৃশ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় নি।
– দৃশ্য ছোট হয়েছে।
– চরিত্রায়ণের কাজ সঠিক হয় নি।
– নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি হয় নি।
– কাহিনী কিছুটা স্পষ্ট হলেও ছাড়া ছাড়া অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে তৈরি হয়েছের।
– কাহিনীর যোগসূত্র না থাকা।
– মঞ্চের ব্যবহার সঠিক হয় নি।

ধাপ ৪ : এ ছাড়াও নাটকের প্রর্দশনী শেষে বিভিন্ন বিষয়ে সবল ও দুর্বল দিক উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। সহায়ক সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনার পাশাপাশি কিভাবে দুর্বলতাসমূহ দূর করা যায় তার নির্দেশনা অথবা পরামর্শ প্রদান করেন।

নির্দেশনা/পরামর্শ

- দলে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা।
- আন্ড়রিকভাবে কাজ করা।
- সমস্যাগুলো উপলব্ধি করা।
- কাহিনী সংলাপ নিয়ে চিন্ড় করা অন্যান্যদের পরামর্শ দেয়া। কাহিনী ও সংলাপের অন্র্ড়নিহিত অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা।

ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য যৌক্তিকভাবে দৃশ্যগুলো সাজানো।
পরিশেষে সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৪

দিবস : ৪র্থ
বিষয় : আঙ্গিক অভিনয় ও বাচিক অভিনয়
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- আঙ্গিক অভিনয় কি, নাটকে এর প্রয়োজন, বাচিক অভিনয় কি এবং নাটকে এর গুর“ত্ব সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নাটকে শরীরের ভাষা প্রয়োগ।
- চরিত্রানুযায়ী কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সংলাপ প্রক্ষেপণ।

সময় : ৪০ মিনিট
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও ভূমিকা অভিনয়
উপকরণ : পা¯ুলিপি
সহায়ক উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মাস্কিং টেপ ও মার্কার বা স্থানীয় উপকরণ: e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার বা ব্রাউন পেপার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুর“তেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন। এরপর অংশগ্রণকারীদের জিজ্ঞেস করবেন আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় কি?

অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন এবং আঙ্গিক অভিনয় নিয়ে আলোচনা করবেন।
- আঙ্গিক অভিনয় হলো অঙ্গভঙ্গি করে যে অভিনয় করা সেটাই আঙ্গিক অভিনয়।
- মুখে সংলাপ বলে যে অভিনয় বা বিষয় বোঝানো হয় সেটা হলো বাচিক অভিনয়।
- নাটকে আঙ্গিক অভিনয়ের প্রয়োজন রয়েছে। অনেক সময় কথা না বলে শুধু ভঙ্গিমা দিয়ে অনেক বিষয় বোঝানো হয়ে থাকে বা প্রয়োজন হয়।

ধাপ ২ : সহায়ক নাটকের পা¯ুলিপির কোন একটি চরিত্রে একটি বিশেষ মুহুর্ত একজন অংশগ্রহণকারীকে কোনরূপ শব্দ ব্যবহার না করে শারীরিক অভিনয় দিয়ে দেখাতে বলবেন। অভিনয় শেষে মূল্যায়ন করার পর পর্যায়ক্রমে এভাবে কয়েকজন এর অনুশীলন দেখাবেন। আবার বিপরীত দিকে সহায়ক শুধুমাত্র কণ্ঠের ব্যবহার অর্থাৎ বাচিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অভিনয় করে দেখাবেন। সহায়ক ব্যাখ্যা করবেন যে, শুধু মাত্র বাচিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ বা অখ মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ধাপ ৩ : সহায়ক এবার নাটকের কোন একটি চরিত্র বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে বলবেন। দেখা যাবে দর্শকের কাছে বর্তমান অভিনয় অনেক বেশি মনোগ্রাহি ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে এবং এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। সুতরাং অভিনয়ের সর্বক্ষেত্রে দু'ধরনের অভিনয়ের সমন্বয় প্রয়োজন।

সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৫

দিবস : ৪র্থ
বিষয় : মিথষ্ক্রিয়া পদ্ধতি বা ইন্টারেকশান
উদ্দেশ্য : অংশগ্রহণকারীগণ এই অধিবেশন থেকে

- মিথষ্ক্রিয়া, ইন্টারএ্যাকটিভ থিয়েটার এবং মিথষ্ক্রিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার বা স্থানীয় উপকরণ- e্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার বা ব্রাউন পেপার
সহায়ক উপকরণ : পুশপিন, মাস্কিং টেপ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানানোর পর অংশগ্রহনকারীদের সাথে মতবিনিময় করবেন।
সহায়ক মিথষ্ক্রিয়া বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করবেন।

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে যে মতামতগুলো পাওয়া যাবে তা হলো- সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। এরপর সহায়ক মিথষ্ক্রিয়ার ধারণা স্পষ্ট করবেন।

মিথষ্ক্রিয়া হলো–

কোন একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা ও বিতর্ক সৃষ্টি করা।
এরপর সহায়ক ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারের ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়া কিভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

ইন্টারএ্যাকটিভ থিয়েটার হলো–

থিয়েটারের বিষয়বস্তু নিয়ে দর্শক শ্রোতার মধ্যে অর্থাৎ প্রদর্শিত বিষয়বস্তুর উপর দর্শক শ্রোতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তৈরি করা।
নাটকের মাধ্যমে যে সমস্ত Information বা তথ্য দেয়া হয়েছে যেমন- শিশুর অধিকার, ১৮ বৎসরের নিচে মেয়ের বিয়ে না দেয়া, এ সংক্রান্ত তথ্যগুলোর উপর প্রশ্ন করে দর্শক শ্রোতার মতামত, প্রতিক্রিয়া এবং তারা কি ভাবছেন বা করবেন তা জানা।
এই মিথষ্ক্রিয়া পদ্ধতির জন্য যা দরকার তা হলো–

– খোলা মনে প্রশ্ন করা।
– সীমিত তথ্য দেয়া নেয়া।
– শারীরিক ভঙ্গি ও অবস্থা।
– প্রশ্ন করার দক্ষতা।
– দর্শক শ্রোতার সাথে আই কন্ট্রাক্ট রক্ষা করা।

উপস্থাপনা দক্ষতা–

– ভাষার ব্যবহার।
– চোখের ব্যবহার।
– শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার।
– সর্বোপরি সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান রাখা।

সহায়ক সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৬

দিবস : ৪র্থ
বিষয় : থিয়েটার গেম-ফুটবল
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে

- অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।
- নারী ও পুর^ষের মধ্যে বৈষম্যমূলক মনোভাব দূর হয়ে সহজ সম্পর্ক স্থাপন হবে।
- মানসিক ও শারীরিক জড়তা বিমোচনে সহায়ক হবে।
- নারী ও পুর^ষ এই ধারণা থেকে খেলা ও কাজে বৈষম্য রয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে।

সময় : ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : শারীরিক কসরত
উপকরণ : দুটি ভলিবল

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক খেলায় আমন্ত্রণ জানাবেন।

অংশগ্রহণকারীদের দুই লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে প্রথমে খেলাটির নিয়ম বুঝিয়ে দেবেন।

- এরপর অংশগ্রহণকারীগণকে সারিবদ্ধ হয়ে ২ টি লাইন করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে বলবেন।
- লাইনের একপ্রান্ড় থেকে দুই লাইনের প্রথম জনকে দুটি বল তুলে দেবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণ পা দিয়ে বল নেবেন এবং পা দিয়েই অপর জনের কাছে পাস করে দেবেন।
- অপর অংশগ্রহণকারী পা দিয়ে বল তুলে আর এক জনের কাছে তুলে দেবেন।
- এভাবে পায়ে পায়ে বল লাইনের অন্য প্রান্ড়ে পৌছে যাবে এবং আবার ফিরে যাবে।
- যে দল যত বল ছেড়ে ফিরিয়ে আনতে পারবে সেই দলের পয়েন্ট বেশি হবে এবং তারা খেলায় জিতবেন।
- খেলা শেষে ধন্যবাদ জানাবেন।

খেলা থেকে আমরা কি জানলাম তা আলোচনা করে সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য সহায়ক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৭

দিবস : ৪র্থ
বিষয় : দলীয় মহড়া
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- দলীয়ভাবে তৈরি নাটকের মহড়া করবে।
- চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা অথবা অভিনেত্রী নির্ধারণ করতে পারবেন এবং নাটকের দৃশ্য নির্মাণ করতে সক্ষম হবেন চরিত্রায়ণ করতে সক্ষম হবেন।
- পূর্বের দুর্বলতা কাটানোর জন্য অনুশীলন করবেন।
- পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধিবেশনে নাটক ও নাটকের মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে সকল পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ হয়েছে এই

অধিবেশনে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকবে।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : আলোচনা ও দলীয় অনুশীলন
উপকরন : অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, পান্ডুলিপি, কাগজ ও কলম

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুরুতেই সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে দুটি পৃথক স্থানে একই বিষয় নিয়ে মহড়া বা অনুশীলন করতে বলবেন এবং মহড়া চলাকালীন প্রতি দলে একজন সহায়ক, কোরিওগ্রাফার ও সঙ্গীত সহায়ক দলীয় কাজে সহায়তা করবেন।

অধিবেশন : ০৮

দিবস : ৪র্থ
বিষয় : দলীয় অভিনয় ও মূল্যায়ন
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ

- দলীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করতে পারবেন।
- অভিনয় পরবর্তী পর্যালোচনা থেকে নিজের সবল দিক ও দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পূর্বের নির্দেশনা অথবা পরামর্শ অনুযায়ী নাটক তৈরি ও প্রদর্শনে কতটা অগ্রগতি অর্জন করেছেন তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- নাটকের পান্ডুলিপির প্রতি কতটা বিশ্বস্ড় থাকতে পেরেছেন তা লক্ষ্য করতে পারবেন।
- নাটকের বিষয় অর্থাৎ ইস্যু অংশগ্রহণকারীগন নিজেরা অনুধাবন করে অভিনয়ে কতটা বোধগম্য করে তুলতে পেরেছেন তা বোঝাতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : প্রদর্শন ও পর্যালোচনা
উপকরন : পান্ডুলিপি ও নাটক মঞ্চায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ :

প্রক্রিয়া

১. সহায়ক প্রত্যেক দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একে একে নাটক পরিবেশনের আহ্বান জানাবেন।

প্রথম দলটি বাল্যবিবাহ ইস্যুটি নিয়ে নাটক ‘মুক্তার সকাল’ নাটকটি প্রদর্শন করবে। প্রদর্শন পরবর্তী সহায়ক অন্যদের মতামত আহ্বান করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিজেও মতামত দেবেন।
সম্ভাব্য যে সকল বিষয় মতামতের মধ্য দিয়ে উঠে আসবে এবং আলোচিত হবে তা হচ্ছে–

সবল দিক :

– নাটকটি পূর্বের তুলনায় কাহিনী নির্মাণ ভাল হয়েছে।
– কাহিনীর ধারাবাহিকতা ছিলো।
– বেশির ভাগ চরিত্রই মোটামুটি বোঝা সম্ভব হয়েছে।

– চরিত্রায়নের কাজটি এগিয়েছে।
– দৃশ্যগুলো বোধগম্য এবং মোটামুটি বোঝা সম্ভব হয়েছে।
– কাহিনী গাঁথুনির অগ্রগতি হয়েছে।
– অনুশীলনের মাধ্যমে অগ্রগতি সম্ভব এই জিনিসটি জানা সম্ভব হয়েছে।
– সর্বোপরি পূর্বের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে।
– নাটকের মূল বক্তব্য অনেক বেশি স্পষ্ট হয়েছের

দুর্বল দিক :

– কোন দৃশ্য সংক্ষিপ্ত হয়েছে অপরদিকে কোন দৃশ্য পূর্ণাঙ্গ হয় নি।
– চরিত্রায়ণের কাজটি পুরোপুরি হয় নি।
– মূল দৃশ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাহিনীর অন্তর্নিহিত যে কাহিনী (সাবটেস্ট) রয়েছে তা অনুদ্‌ঘাটিত থাকার জন্য মূলবক্তব্য স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহি হয় নি।

সহায়ক সমস্যা গুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে বলবেন ভাল নাটক ও অভিনয়ের জন্য মহড়া বা অনুশীলন একটি গুরুত্ব পূর্ণ কাজ। বারবার মহড়া বা অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল এই দুর্বলতা সমূহ কাটানো সম্ভব। সর্বোপরি বাল্য বিবাহের বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য নাটকের প্রতিটি চরিত্র আরও বিশ্বস্তভাবে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

২. সহায়ক দ্বিতীয় দলকে আমন্ত্রণ জানাবেন। দ্বিতীয় দল যৌতুক নিয়ে **'নতুন জীবন'** নাটক প্রদর্শন করবেন। প্রদর্শন শেষে পূর্বের মতোই মতামত আহ্বান করবেন এবং নিজে মতামত দেবেন। সম্ভাব্য যে সকল বিষয় মতামতের মধ্য দিয়ে উঠে আসবে এবং আলোচিত হবে তা হচ্ছে-

সবলদিক :

– অভিনয় পূর্বের তুলনায় ভালো হয়েছে।
– নাটকের কাহিনী অনেকটা আর্কষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।
– মূল বক্তব্য প্রকাশে বিশ্বস্ততা রয়েছে।
– নাটকে লোক-আঙ্গিকের ব্যবহার হয়েছে।
– শুরু ও শেষ বোঝা সম্ভব হয়েছে।
– চর্চা করলে নাটকটি আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ করা যায় এই বিশ্বাসটুকু অর্জন সম্ভব হয়েছে।

দূর্বলদিক :

– দৃশ্য সংক্ষিপ্ত হয়েছে, কাহিনী অনুযায়ী দৃশ্যগুলো কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত হয়েছে।
– সংলাপ অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
– কম্পোজিশান ও e-কিং ভালো ছিলো না।
– একজন অভিনেতার সাথে মঞ্চের আর এক অভিনেতার আই কন্ট্রাক্ট হয় নি।
– দ্বন্দ্ব তীব্র হয় নি।
– অভিব্যক্তি সঠিক হয় নি।
– দ্রুত দ্বন্দ্বে পরিসমাপ্তি দেখানো হয়েছে।
– অনেক চরিত্রের চরিত্রায়ণ স্পষ্ট হয় নি।
– মঞ্চের ব্যবহার (অভিনীত স্থানের) খুব ভালো ছিলো না।

সহায়ক ও অন্যান্য আলোচক নাটকের কাহিনী চরিত্র, দৃশ্য অনুযায়ী চরিত্র, দৃশ্য ধরে ধরে সীমাবদ্ধতার দিক গুলো ধরিয়ে দিয়ে এ থেকে উত্তরণের পরামর্শ দিবেন। সর্বোপরি কিভাবে নাটকের মূল বিষয় অর্থ্যাৎ যৌতুকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিষয়বস্তুকে কিভাবে আর স্পষ্ট করে নাটকে ফুটিয়ে তোলা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

৩. সহায়ক বলবেন পরিবেশনা থেকে আমাদের ভুল এবং সেই সাথে করণীয়গুলো জেনেছি।

এই বিষয়গুলো চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা সম্ভব এবং এটাই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পরিশেষে সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ৯

দিবস : ৪র্থ
বিষয় : দলীয় অভিনয় বা মহড়া ও মিথষ্ক্রিয়ার মুহুর্ত নির্ধারণ
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- নাটক মূল্যায়ন ও মিথষ্ক্রিয়ার মুহুর্ত সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মিথষ্ক্রিয়ার মুহুর্ত নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।
- মহড়ায় ইন্টারএ্যাকশান বা মিথষ্ক্রিয়ার মুহুর্ত নির্ধারণ করে মহড়ার এক পর্যায়ে মিথষ্ক্রিয়ার মহড়া বিষয়ে জানতে পারবে।

সময় : ২ ঘন্টা
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক প্রথমেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং বলবেন বিগত অধিবেশন থেকে মিথষ্ক্রিয়া বা ইন্টারেকশান সম্পর্কে জেনেছি। মিথষ্ক্রিয়ার মতো কাজটি করতে গেলে আমাদের কি ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন সেটিও আলোচনা হয়েছে।

এই অধিবেশন থেকে আমরা জানার চেষ্টা করবো নাটক প্রদর্শনের কোন পর্যায়ে আমরা ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়ার কাজটি করবো।

এই মূল্যায়ন ও মিথষ্ক্রিয়ার সময় নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ। সহায়ক প্রশ্ন করবেন এই মিথষ্ক্রিয়ার কাজটি কখন করা উচিত?

অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন এবং বলবেন মিথষ্ক্রিয়ার কাজটি অভিনয় প্রদর্শন শেষে করতে হয়। নাটকের মূল বক্তব্য বা ঘটনাগুলো ধরে প্রশ্ন করে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ও মতামত ও করণীয় জানার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তবে এজন্য অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীদেরকে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়গুলো নির্ধারণ করে রাখা প্রয়োজন।

ধাপ ২ : মহড়া চলাকালীন সময়ে সহায়ক মিথষ্ক্রিয়ার একটি মুহুর্ত নির্ধারণ করে কিভাবে দর্শকের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করতে হবে তার মহড়া করবেন।

ধাপ ৩ : সহায়ক এ পর্যায়ে বলবেন, আমরা পরবর্তীতে দলীয়ভাবে নাটক তৈরি ও পরিবেশন শেষে মিথষ্ক্রিয়ার বিষয় ও মুহুর্ত সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানার চেষ্টা করবো। এ পর্যায়ে উভয় দলকে দলীয় মহড়া এবং মহড়ার মাধ্যমে পূর্ববর্তী প্রদর্শনের দুর্বলতাসমূহ কাটানোর জন্য অনুশীলনের আহ্বান জানিয়ে শেষ করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অধিবেশন : ০১

দিবস : ৫ম
বিষয় : নাটকের জন্য শরীর ও কন্ঠের অনুশীলন

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- শারীরিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- অনুশীলনের পদ্ধতি জানবেন।
- শারীরিক ও মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
- কণ্ঠচর্চার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- কণ্ঠের জড়তা কাটিয়ে উঠে সাবলীলভাবে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অনুশীলন
উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ২ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৩ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন কণ্ঠের ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৪ : সবশেষে সহায়ক শরীর ও কণ্ঠ শিথিলকরণ ব্যায়াম শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০২

দিবস : ৫ম
বিষয় : আবহসঙ্গীত নির্মাণ ও বাচিক অভিনয়
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- কিভাবে কণ্ঠ দিয়ে নাটকে আবহসঙ্গীত তৈরি করা যায় তার জন্য স্বরচর্চা এবং স্বর চর্চার কৌশল জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মনোযোগ ও দলের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং এর কৌশলগুলো জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দিয়ে কিভাবে শব্দ তৈরি করেও আবহসঙ্গীত তৈরি করা যায় তার কৌশলগুলো জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন উপাদান থেকে শব্দ তৈরি করে কিভাবে আবহসঙ্গীত তৈরি করা যায় তার কৌশলগুলো জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অনুশীলন
উপকরণ : বিভিন্ন ধরণের লৌহজাত পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি, কাঠের টুকরা, বাঁশের টুকরা, এক্সরে ফিল্ম ইত্যাদি
সহায়ক উপকরণ : এছাড়া ঢোল, খোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক সবাইকে শুভেচ্ছা জানাবেন। বলবেন আমরা পূর্বের একটি অধিবেশন থেকে জেনেছি কিভাবে কণ্ঠ দিয়ে বিভিন্ন প্রাণীর শব্দ করতে হয়। এবার অংশগ্রহণকারীদের কণ্ঠ নির্মিত বিভিন্ন পোকার শব্দ

সংমিশ্রণ করে অনুশীলনের করাবেন। এভাবে কণ্ঠ দিয়ে বিভিন্ন শব্দ তৈরি করে আমরা নাটকে আবহসঙ্গীত সহজেই তৈরি করতে পারি।

ধাপ ২ : উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী হাত দিয়ে বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ দিয়ে শব্দ তৈরি করেও আমরা আবহসঙ্গীত নির্মাণ করতে পারি। সহায়ক হাততালির মাধ্যমে ট্রেনের শব্দ তৈরি ও অনুশীলন করিয়ে তা সকলকে নির্মাণ করতে সহায়তা করবেন।

ধাপ ৩ : এবার সহায়ক বিভিন্ন পরিত্যক্ত লৌহজাত দ্রব্যাদি বা অন্যান্য উপাদান দিয়ে শব্দ তৈরি করতে বলবেন। শব্দ তৈরি করার পর তিনি একটি শব্দের সাথে অন্য কোন উপায়ে তৈরি শব্দ মিশিয়ে কিভাবে আবহসঙ্গীত তৈরি করা যায় তা অনুশীলন করাবেন।

সহায়ক বলবেন আমরা ইচ্ছে করলে কোন অর্থ ব্যয় না করেও পরিত্যক্ত অনেক উপাদান থেকে শব্দ তৈরি করে সুন্দর ও মনোগ্রাহী আবহসঙ্গীত তৈরি করতে পারি।

অনুশীলন শেষে আমরা কি জানলাম তা উ্j-খ করে সহায়ক অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৩

দিবস : ৫ম

বিষয় : কল্পনা ও অভিনয়

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ। কল্পনা কি, কল্পনা ও অভিনয় সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্ন উত্তর ও অনুশীলন

উপকরণ : স্থানীয় উপকরণ-চক, ডাস্টার, e-্যাক বোর্ড, পোস্টার পেপার ও মার্কার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুর"তেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন।

অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করবেন কল্পনা কি? অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন, লিখবেন এবং আলোচনার মাধ্যমে কল্পনার ধারণাটি স্পষ্ট করবেন।

কল্পনা হলো :

কোন ব্যক্তি, বিষয়, ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কে আগাম কিছু ভাবা বা চিন্ড্র করা।

সহায়ক বলবেন অভিনয়ে সাথে কল্পনার একটি সম্পর্ক রয়েছে। সহায়ক অভিনয় ও কল্পনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।

যেমন : একজন একটি দরিদ্র জেলের চরিত্রে অভিনয় করবে তখন তাকে তার বাস্ড়্বে দেখা ওই রকম দরিদ্র জেলের কথা ভাবতে হয় এবং চরিত্ররূপদানের সময়, বাস্ড়্বতা ও কল্পনার আদলে তা ফুটিয়ে তুলতে হয়। বেশ কয়েকটি চরিত্র অংশগ্রহণকারীদের অভিনয় করিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

বিষয়টি সবাই বুঝতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৪

দিবস : ৫ম

বিষয় : দলীয় অভিনয় ও ইন্টারেকশান পদ্ধতির মূল্যায়ন নাটক: নতুন জীবন

নাটক: মুক্তার সকাল

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- দলীয় অনুশীলনের পর অভিনয় প্রদর্শন করতে পারবেন।
- নাটক দর্শকদের কাছে প্রদর্শন উপযোগী করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মহড়ার গুরুত্ব উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়ার জন্য যে মুহুর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে তা যথাযথ হয়েছে কিনা তা যাচাই করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন। পরবর্তী মহড়ায় করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা

পদ্ধতি : প্রদর্শন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

উপকরণ : নির্দিষ্ট নাটকের পাণ্ডুলিপি বা নমুনা পাণ্ডুলিপিতে সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে নতুনভাবে লেখা পাণ্ডুলিপি।

সহায়ক উপকরণ : অভিনয়ের জন্য নাটকের প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দলীয় নাটক প্রদর্শনের আহ্বান জানাবেন।

দলের নাটক প্রদর্শনীর প্রস্তুতির জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। প্রস্তুতি শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নাটক প্রদর্শন করবেন এবং দর্শকদের সাথে (অংশগ্রহণকারী) ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়ার চর্চা করবেন।

ধাপ ২ : নাটক শেষে সহায়ক বলবেন-পূর্বে এই নাটকটি প্রদর্শন শেষে আমরা বেশকিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করেছিলাম এবং দুর্বলতা কাটানোর জন্য দলে অনুশীলন করেছি। এখন আমরা দেখবো নাটকটি কোন পর্যায়ে পৌছেছে। আরো কি কি করা প্রয়োজন?

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে যে মতামতগুলো আসবে তা হলো–

– নাটকটির অভিনয় দীর্ঘ হয়েছে অর্থাৎ অভিনয়ে পরিমিতিবোধের অভাব রয়েছে।
– নাটকে ম্যাসেজটি পরিপূর্ণভাবে দেয়া হয় নি অর্থাৎ অভিনয়ের মাধ্যমে ম্যাসেজে মূল বক্তব্য স্পষ্ট ।
– বাল্যবিবাহ দেয়া ঠিক না শুধু এই ম্যাসেজটি বলা হয়েছে কিন্তু বাল্যবিবাহের ফলে কি সমস্যা হয় সেটা দেখানো হয় নি।
– চরিত্রায়ণের কাজটি কোন কোন ক্ষেত্রে হয় নি।
– সহায়ক বলবেন এই দুর্বলতাগুলো আমরা পরবর্তীতে মহড়া চলাকালীন সময়ে ঠিক করার সুযোগ পাবো।
– নাটকটি এখন মোটামুটিভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপনযোগ্য হয়েছে এবং এটি সম্ভব হয়েছে ক্রমাগত মহড়া ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

সুতরাং প্রদর্শন থেকে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি নাটকের জন্য প্রচুর মহড়া ও অনুশীলন প্রয়োজন।

ধাপ ৩ : এবার সহায়ক নাটক শেষে ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া যথাযথ আয়ত্ত এবং মুহূর্ত নির্ধারণ যথাযথ হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানাবেন।

অধিবেশন : ০৫

দিবস : ৫ম

বিষয় : শব্দের উৎপত্তি
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগনণ

- সুরের/শব্দের/স্বরের ওঠানামার বিষয়টি বোঝাতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শব্দের উৎপত্তি, কাছে, দূরে এবং গুর‍ুত্বের বিষয়টি বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সময় : ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : অনুশীলন
উপকরণ : বিশেষ কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুর‍ুতেই সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দাঁড়াতে বলবেন। এরপর বলবেন নাটকে বিভিন্নভাবে শব্দ ব্যবহার হয় কখনো কাছে কখনো দূরে। আবার কখনো মনে হয় দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে।

আমরা এখন শব্দ করবো।

প্রথমে- ভেতর থেকে (বুকের ভেতর থেকে)-হে

দ্বিতীয়- কণ্ঠ থেকে- র‍ু

তৃতীয়- তালু থেকে- হো

এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের হাঁটতে বলবেন এবং হে- র‍ু- হো- সুর তুলতে বলবেন। প্রথমে ভেতর থেকে, তারপর গলা থেকে, শেষে তালু থেকে একই শব্দ একইভাবে বেশ কয়েকবার এক সাথে একই রিদমে করতে বলবেন।

এ ভাবে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে শব্দ প্রক্ষেপণ করার অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে শব্দের উৎস আবিষ্কার চর্চার পর সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৬

দিবস : ৫ম
বিষয় : মঞ্চসামগ্রী, পোশাক বা কস্টিউম, রূপসজ্জা ও দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন ও ব্যবহার
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- নাটকের কস্টিউম, রূপসজ্জা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নাটকে মঞ্চ ও অভিনয় সামগ্রীর গুর‍ুত্ব বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তৈরিকৃত নাটকের কস্টিউম, রূপসজ্জা, মঞ্চ ও অভিনয় সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা, তার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
উপকরণ : টি¬প চার্ট, মার্কার ও পুশ পিন বা স্থানীয় উপকরণ: e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার বা ব্রাউন পেপার
সহায়ক উপকরণ : মাস্কিং টেপ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মঞ্চসামগ্রী কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন এবং মঞ্চসামগ্রী কি এবং মঞ্চসামগ্রীর গুরুত্ব আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে বোর্ডে লিখবেন।

মঞ্চসামগ্রী বা সেট :

অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাদের চরিত্র এবং প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী যেমন–উঁচু বা নিচু স্থান, ঘর-বাড়ি, বন-জঙ্গল বা শহর-গ্রাম প্রভৃতি বোঝানোর জন্য কাঠ বা অন্যকিছু দিয়ে তৈরি জিনিস ব্যবহার করে থাকেন– সেগুলোকেই মঞ্চসামগ্রী বলে। অনেক সময় পুরো নাটকে যে ভাবনা বা বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছে, তা-ও রূপক আকারে তৈরি করে মঞ্চে দেখানো হয়– সেগুলোকেই সেট বলে।

ধাপ ২ : এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কস্টিউম বা পোশাক কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন এবং কস্টিউম কি এবং কস্টিউমের গুরুত্ব আলোচনা করবেন।

কস্টিউম বা পোশাক হলো :

কাহিনী, চরিত্র, বয়স, স্থান, কাল, সময় উপযোগী পোশাক পরিচ্ছদ যা নাটকের চরিত্র ও চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে।

কস্টিউম বা পোশাক চরিত্রকে বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য তথা ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

ধাপ ৩ : এরপর সহায়ক রূপসজ্জা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করবেন এবং রূপসজ্জা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবেন।

রূপসজ্জা হলো :

নাটকের কাহিনী, চরিত্র, বয়স ইত্যাদি বিবেচনা করে চরিত্রকে মুখাবয়বকে সাজিয়ে তোলা।

রূপসজ্জা ছাড়া অনেক সময় চরিত্র গ্রহণীয় হয়ে ওঠে না।

একজন অভিনেতা/অভিনেত্রী যে চরিত্রে অভিনয় করবেন সেই চরিত্রের চরিত্রায়ণ, চরিত্র ফুটিয়ে তোলা, অভিনয়কে অর্থপূর্ণ করে তুলতে এবং সর্বোপরি দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় রূপসজ্জার।

ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে রূপসজ্জার বাহুল্য পরিহার করা উচিত। কারণ, অধিকাংশ সময় দেখা যায় অনভিজ্ঞতার কারণে রূপসজ্জা বা মেকআপ নিতে গিয়ে চরিত্রটি তার কাঙ্ক্ষিত মূল ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং হাসির পাত্র হয়ে উঠেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে রূপসজ্জা নিতে হলে দক্ষ রূপসজ্জাকারী বা মেকআপম্যান এর সহায়তা নেয়া প্রয়োজন।

ধাপ ৪ : এরপর সহায়ক চরিত্রানুযায়ী অভিনেতাদের দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন।

দ্রব্যসামগ্রী হলো :

অভিনয়ের জন্য মঞ্চে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয় যেমন- কাহিনী, চরিত্র, সময়, স্থান কাজ বোঝানোর জন্য মঞ্চে অভিনয় চলাকালীন অভিনেতাকে অনেক কিছু ব্যবহার করতে হয়। এসব দ্রব্যসামগ্রী অভিনয় দৃশ্যকে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য করতে সাহায্য করে। আমাদের আশেপাশে দেখা সামগ্রী থেকে আমরা তা সহজেই জোগাড় করে নিতে পারি।

ধাপ ৫ : এরপর সহায়ক পপুলার থিয়েটারের জন্য কস্টিউম, রূপসজ্জা, দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবেন।

সহায়ক ব্যাখ্যা করবেন পপুলার থিয়েটারে মঞ্চ নাটকের মতো এতোটা মঞ্চসামগ্রী, কস্টিউম, রূপসজ্জা অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী প্রয়োজন পড়ে না। ন্যূনতম মঞ্চসামগ্রী, পোশাক বা কস্টিউম, রূপসজ্জা ও দ্রব্য সামগ্রী যা না হলেই নয় ততটুকু ব্যবহার করা যেতে পারে।

তা না হলে নাটক পরিবেশনা অনেক ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে।

সহায়ক বলবেন, অনেক সময় এধরনের নাটকে দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার জিনিসপত্র দিয়ে না করে অভিনয়ের মাধ্যমেও প্রকাশ করা যায়।

ধাপ ৬ : সহায়ক দলীয়ভাবে তৈরি নাটকের মঞ্চসামগ্রী, রূপসজ্জা, কস্টিউম, অভিনয় সামগ্রী নিয়ে চরিত্র ধরে ধরে একে একে আলোচনা করে নির্ধারণ করবেন। এতে করে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সহায়ক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৭

দিবস : ৫ম
বিষয় : থিয়েটার গেইম PART OF THE WHOLE
উদ্দেশ্য : এই খেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ

- নাটকে পর্যবেক্ষণ ও মনোযোগের গুরুত্ব জানতে, বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- খেলাটির পদ্ধতি ও কৌশল রপ্ত করতে পারবেন।
- নাটকে মঞ্চের ব্যবহার অর্থাৎ অভিনয় স্থানের ব্যবহার সম্পর্কে জানবেন।
- নাটককে দৃশ্যগ্রাহ্য ও দৃষ্টিনন্দন করার জন্য কম্পোজিশান কতটা প্রয়োজনীয় তা উপলব্ধি ও নির্মাণের প্রক্রিয়া রপ্ত করবেন।
- যে কোন শিল্প নির্মাণে রিদম বা তাল-লয় রয়েছে। নাটকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের চলাফেরা ও কথা বলায় রয়েছে রিদম এবং এর সমন্বয়। এই বিষয়টি অনুভব ও রপ্ত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হবে এবং রপ্ত করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : দল বিভাজন ও দলীয় অনুশীলন
উপকরণ : বিশেষ কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

সহায়ক সকলকে খেলার আমন্ত্রণ জানাবেন। সবাইকে এলোমেলো চলতে বলবেন। দ্রুততার সাথে চলতে চলতে সহায়ক যে সংখ্যাটি জোরে শব্দ করে বলবেন সেই অনুযায়ী সবাই দ্রুত জোট বাঁধবেন।

এই প্রক্রিয়ায় সহায়ক ৪/৫ সংখাটি বলে সমগ্র অংশগ্রহণকারীকে ৪/৫ টি দলে ভাগ করবেন। দল ভাগ শেষে খেলার নিয়মটি বুঝিয়ে দেবেন।

খেলার নিয়ম হলো :

প্রথমে প্রতিটি দল থেকে ১ জন নির্দিষ্ট স্থানে ছন্দের তালে তালে (বডি মুভমেন্ট সহ) যে কোন একটি শব্দ করে একটি নির্দিষ্ট মুভমেন্ট বারবার করতে থাকবে। দলের ২য় জন ওই ছন্দ তালের সাথে মিলিয়ে একই তাল ও

ছন্দে ভিন্ন শব্দে ভিন্ন মুভমেন্টে পাশে এসে যোগ দেবেন। এভাবে দলের অন্যান্য সদস্যরাও এসে যোগ দেবেন। দলের সদস্যদের মুভমেন্ট ভিন্ন হলেও তাল-লয় ছন্দ একই রকম হবে।

খেলার নিয়মটি বুঝিয়ে দেবার পর সহায়ক প্রত্যেক দলকে পর্যায়ক্রমে খেলায় আমন্ত্রণ জানাবেন। প্রতিটি দলের খেলা শেষে ধন্যবাদ জানাবেন এবং বসতে বলবেন। খেলাটিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে না। সে কারণে সহায়ক বলবেন এই কাজটি বা খেলাটি কেন আমরা ভালোভাবে করতে পারলাম না।

সহায়ক কারণগুলো ব্যাখ্যা করবেন :

– অপরজনকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় নি।
– মনোযোগের অভাব ছিলো।
– পূর্ণ আন্ড়রিকতা ছিলো না।
– মনে দ্বিধা ছিলো।

উcj-খিত কারণগুলো ব্যাখ্যা করার পর সহায়ক বলবেন আমরা যখন অভিনয় করবো তখন সহ অভিনেতা তার সহ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সংলাপ ও চলা ফেরা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তার সাথে মিলিয়ে অভিনয় করতে হবে। তাছাড়া ভালো অভিনয় করা সম্ভব নয়। এ কাজটি না করলে একটু আগের মতো ফলাফল আসবে। নাটকের অভিনয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ ও মনোযোগ অত্যন্ড় গুরু্ত্বপূর্ণ।

সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৮

দিবস : ৫ম

বিষয় : ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার এর চূড়ান্ড় প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুতি

উদ্দেশ্য : এই পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণ

- কমিউনিটি পর্যায়ে নাটক অভিনয়ের জন্য যে সকল বিষয়ে প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন তা ও গ্রহণ করতে পারবেন।
- পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা

উপকরণ : মঞ্চ ও অভিনয় সামগ্রী (চেক লিস্ট অনুযায়ী)

সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুভেচ্ছা জানাবেন এবং অভিনযের দিনক্ষণ ও সময় বিষয়ে দলের সিদ্ধান্ড় হয়ে যাবার পর নাটক মহড়ার শেষ পর্যায়ের দিনগুলোতে যে সকল কাজ করতে হবে বলে পূর্বে আলোচিত হয়েছে তা পুনরায় উcj-খ করে তার গুরু্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপ :

চূড়ান্ড় মঞ্চায়নে পূর্ব প্রস্তুতি

ক. প্রদর্শনীর স্থান নির্ধারণ।
খ. প্রচার।
গ. মঞ্চ নির্মাণ।

ঘ. আসন ব্যবস্থা।
ঙ. ব্যবস্থাপনা দল।

ধাপ ২ : সহায়ক আরো বলবেন প্রতিটি অভিনয় বা নাটক প্রদর্শনের পূর্বেই কস্টিউম, অভিনয় সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। স্ব-স্ব অভিনেতা/অভিনেত্রীর কস্টিউম স্ব-স্ব ভাবে সংগ্রহ ও দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ ও দায়িত্ব বন্টনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন।

ধাপ ৩ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারে অভিনয় করার জন্য কি কি প্রস্তুতি থাকতে হবে বা কি কি কাজ করতে হবে জানতে চাইবেন।

প্রস্তুতিগুলো নিম্নরূপ হতে পারে :

অভিনয়ের পূর্বে প্রত্যেকেই নিজের সংলাপ, মঞ্চে প্রবেশ, অবস্থান ও প্রস্থান সম্পর্কে চিন্তা করবেন।

অভিনয়ের সময় সামনে থাকবে দর্শক, যারা বিভিন্ন সময় নাটক দেখে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। যেমন–হেসে দিতে পারে বা আঃ খুব সুন্দর–এমন কথা বলতে পারে বা হাততালি দিতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু এসব শব্দে অভিনেতা/অভিনেত্রীকে ভড়কে গেলে চলবে না। তাকে তার চরিত্র ফুটিয়ে তোলার দিকেই মনোযোগ দিতে হবে।

পরিচিত কারো দিকে চোখ পড়ে গেলে অভিনেতা/অভিনেত্রী বিব্রতবোধ করতে পারে। তাই তাকে একেবারে পেছনের সারির দর্শকের উপর দৃষ্টি রেখে সংলাপ বলতে হবে। তবে তা সব সময় না।

যদি নাটক চলাকালীন কোন চরিত্র কোন না কোন ভুল করে বসে, তবে নাটক না থামিয়ে চালিয়ে যাওয়ার মতো ইম্প্রোভাইজেশন করার মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে।

সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।

অধিবেশন : ০৯

দিবস : ৫ম।
বিষয় : দলীয় মহড়া ও মিথষ্ক্রিয়া প্রস্তুতি।
উদ্দেশ্য : এই দলীয় মহড়া থেকে অংশগ্রহণকারীগণ।

- দলীয়ভাবে তৈরি নাটকের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারবেন।
- পরিপূর্ণভাবে ম্যাসেজসমূহ নাটকে যুক্ত ও উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন।
- অভিনয় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হবেন।
- পূর্ববর্তী দুর্বলতাসমূহ দূর করতে সক্ষম হবেন।
- মিথষ্ক্রিয়ার মুহূর্ত নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। মিথষ্ক্রিয়ার পদ্ধতি মহড়া করে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।
পদ্ধতি : অনুশীলন ও প্রদর্শন।
উপকরণ : নাটকের পাণ্ডুলিপি।
সহায়ক উপকরণ : অভিনয়ের জন্য নাটকের প্রয়োজনীয় উপকরণ।

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক প্রত্যেক দল পৃথকভাবে পূর্বের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ করবেন।

ধাপ ২ : নাটকের কাহিনী বিন্যাসে দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে নাটককে সুন্দর করতে নাটকের কাহিনীর অর্ন্তর্নিহিত কাহিনী অভিনয়ের মাধ্যমে পুনঃসংযোজন বিয়োজন করবেন।

ধাপ ৩ : অনুশীলন ও মহড়া প্রদর্শন করতে বলবেন।

ধাপ ৪ : নাটকের চূড়ান্ড় প্রর্দশনী শেষে ইন্টারেকশান বা দর্শকের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার জন্য মিথষ্ক্রিয়ার মুহূর্ত নির্ধারণ ও মহড়া করবেন।

দলীয় কাজে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে মহড়ায় সহযোগিতা করবেন।

অধিবেশন : ১০

দিবস : ৫ম
বিষয় : চূড়ান্ড় মহড়া প্রদর্শনী ও উপস্থিত দর্শকদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- দলীয়ভাবে তৈরি নাটকের চূড়ান্ড় মহড়া প্রদর্শন করতে পারবেন।
- চূড়ান্ড় মহড়ার কৌশলগুলো বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রদর্শন শেষে নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে মিথষ্ক্রিয়ার কৌশল সম্পর্কে জানতে ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা
পদ্ধতি : প্রদর্শন ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
উপকরণ : কস্টিউম বা পোশাক, মঞ্চ ও দ্রব্যসামগ্রী
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক উভয় দলকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং চূড়ান্ড় মহড়া প্রদর্শনের নিয়মসমূহ ব্যাখ্যা করে উভয় দলকে প্রদর্শনের জন্য ৫ মিনিট প্রস্তুতি নিতে বলবেন।

চূড়ান্ড় মহড়ার নিয়মসমূহ :

– নাটকের প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ড় কোন রকম বিরতি না দিয়ে অভিনয় প্রদর্শন করতে হবে।
– এ সময় কোন প্রকার নির্দেশনা দেওয়া যাবে না।
– সংলাপ ভুল হলেও থেমে যাওয়া চলবে না, তাৎক্ষণিক অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে।
– প্রত্যেক অভিনেতা/অভিনেত্রীকে অভিনয় বিষয়ে ভাবতে হবে।
– মঞ্চের দ্রব্যসামগ্রী নিজ দায়িত্বে মঞ্চে নেয়া ও নিয়ে আসার কাজ করতে হবে।
– ধরে নিতে হবে তারা প্রকৃত অর্থেই দর্শকদের সামনে নাটক পরিবেশন করছেন।

ধাপ ২ : সহায়ক এক দলের নাটক পরিবেশনের সময় অন্যদলের সদস্যদের ও আরো কিছু অতিথিকে দর্শক হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসার ব্যবস্থা করবেন।

ধাপ ৩ : প্রস্তুতি শেষে নাটক পরিবেশন করতে প্রথম দলকে আমন্ত্রণ জানাবেন। প্রথম দল নাটক **'নতুন জীবন'** প্রদর্শন করবেন।

প্রথম দলের মঞ্চায়ন শেষে সহায়ক (দর্শকদের শোনানোর জন্য) নাটকের উ‍ে্ল-খযোগ্য ঘটনা নিয়ে দৃশ্যগুলো পুনরায় অভিনয় করতে বলবেন। অভিনয় শেষে ঘটনাগুলো কেন ঘটলো সঠিক না ভুল কি করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে মিথষ্ক্রিয়া ঘটাবেন।

– যেমন শাশুড়ির যৌতুকের দাবি সঠিক ছিলো কি না?
– তার নিজের ছেলের বউ যে নির্যাতন করেছে তা সঠিক কি না?
– অল্প বয়সে বিয়ে দেয়াটা সঠিক ছিলো কি না?

মিথষ্ক্রিয়ার এ পর্যায়ে সহায়ক অভিনেতা/অভিনেত্রীদেরকে মিথষ্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করবেন। এর ফলে অংশগ্রহণকারী মিথষ্ক্রিয়ার কৌশল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করবেন।

ধাপ ৪ : প্রথম দলের নাটক প্রদর্শন শেষে দ্বিতীয় দলকে নাটক 'মুক্তার সকাল' প্রদর্শনের আমন্ত্রণ জানাবেন। দ্বিতীয় দলটি নাটক প্রদর্শন করেন। নাটক প্রদর্শন শেষে সহায়ক নাটকের মূল ঘটনাসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে পুনরায় উপস্থাপন করবেন ও মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ ঘটাবেন।

এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীগণ নাটক শেষে কিভাবে মিথষ্ক্রিয়ার কাজটি করবেন সে সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবেন।

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অধিবেশন : ০১

দিবস : ৬ষ্ঠ
বিষয় : নাটকের জন্য শরীর ও কণ্ঠের অনুশীলন
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- শারীরিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- অনুশীলনের পদ্ধতি জানবেন।
- শারীরিক ও মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
- কণ্ঠচর্চার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল অনুশীলন করা প্রয়োজন তা জানবেন।
- কণ্ঠের জড়তা কাটিয়ে উঠে সাবলীলভাবে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অনুশীলন
উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ২ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৩ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন কন্ঠের ব্যায়াম দেখাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ৪ : সবশেষে সহায়ক শরীর ও কণ্ঠ শিথিলকরণ ব্যায়াম শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০২

দিবস : ৬ষ্ঠ

বিষয় : বাচিক অভিনয়ের জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম ও কন্ঠের চর্চা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংলাপ প্রক্ষেপণ সময় বাড়াতে সক্ষম হবেন।
- নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংলাপ প্রক্ষেপণ কিভাবে সুস্পষ্ট ও সুন্দর করা যায় তা জানতে পারবেন।
- অভিনয়ের জন্য কণ্ঠ তৈরি করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : অনুশীলন

উপকরণ : হারমোনিয়াম

সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের দেহ শিথিল করে মেঝেতে শুয়ে পরতে বলবেন। এবার একটি হাত তুলে আলতো করে পেটের উপর রাখতে বলবেন।

সহায়ক ১ থেকে ৫ পর্যন্ড় গণনা করবেন অংশগ্রহণকারীরা নাক দিয়ে পেটে শ্বাস নেবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে সহায়ক ১ থেকে ৮ পর্যন্ড় গণনা করবেন অংশগ্রহণকারীরা পেটে শ্বাস ধরে রাখবেন। তৃতীয় পর্যায়ে সহায়ক ১ থেকে ১২ পর্যন্ড় গণনা করবেন অংশগ্রহণকারীরা মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়বেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন।

ধাপ ২ : এবার সহায়ক ১ থেকে ৫ পর্যন্ড় গণনা করবেন। অংশগ্রহণকারীরা নাক দিয়ে পেটে শ্বাস নেবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে সহায়ক ১ থেকে ৮ পর্যন্ড় গণনা করবেন অংশগ্রহণকারীরা পেটে শ্বাস ধরে রাখবেন। তৃতীয় পর্যায়ে সহায়ক ১ থেকে ১২ পর্যন্ড় গণনা করবেন অংশগ্রহণকারীরা মুখ দিয়ে শব্দ করে শ্বাস ছাড়বেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন।

এই প্রক্রিয়ায় অনুশীলনের সময় সহায়কের নির্দেশ না থাকলে কোথাও থামা যাবে না। সহায়ক সমস্যা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তা কাটিয়ে উঠতে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবেন।

ধাপ ৩ : এবার সহায়ক একই প্রক্রিয়াটি অংশগ্রহণকারীদের দাঁড় করিয়ে হাঁটতে হাঁটতে করাবেন। চলমান অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়ায় অনুশীলনটি করাবেন। এই প্রক্রিয়ায় অনুশীলনের সময়

সহায়কের নির্দেশ না থাকলে কোথাও থামা যাবে না। সহায়ক সমস্যা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তা কাটিয়ে উঠতে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবেন।

ধাপ ৪ : সহায়ক এই পর্যায়ে একজনকে নির্দিষ্ট নাটকের কোন সংলাপ বলতে বলবেন। সংলাপ বলার পর সংলাপের মূল উদ্দেশ্য সবার কাছে স্পষ্ট হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হবে। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংলাপের বিভিন্ন শব্দের উপর জোর দিয়ে বিভিন্নভাবে বলার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে সংলাপ প্রক্ষেপনের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট করা হবে।

অতঃপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৩

দিবস : ৬ষ্ঠ
বিষয় : ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার দল গঠন এবং দলের কাজ উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার দল গঠনের প্রক্রিয়া কি হবে তা জানতে পারবেন।
- সদস্যদের যোগ্যতার মাপকাঠি কি হবে তা জানতে পারবেন।
- ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার দল গঠনের জন্য ন্যূনতম কতজন সদস্য প্রয়োজন তা জানতে পারবেন।
- দল গঠনের পর করণীয় কাজ কি তা জানতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মার্কার ও পুশ পিন বা স্থানীয় উপকরণ: e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার
সহায়ক উপকরণ : মাস্কিং টেপ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন এবং e-্যাক বোর্ডে বা ফ্লিপ চার্টে নীচের প্রশ্নগুলি লিখে দেবেন।

প্রশ্ন :

- কতজন সদস্য নিয়ে এই দল গঠিত হবে?
- দলের কোন নাম দেবার প্রয়োজন আছে কিনা?
- কারা এই দলের সদস্য হবে এবং তাদের যোগ্যতার মাপকাটি কি হতে পারে?
- কিভাবে কিশোরী কেন্দ্রে আমরা ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার-এর দল গঠন করবো?
- দল গঠিত হবার পর তাদের কাজ কি?

তারপর অংশগ্রহণকারীদের থিয়েটার গেইম এর মাধ্যমে চারটি বা ছয়টি দলে ভাগ করে দেবেন। থিয়েটার গেইম এর মাধ্যমে দলে একজন দল নেতা নির্বাচন করবেন। তারপর উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার জন্য বলবেন এবং দলীয় কাজের সময় নির্ধারন করে দিবেন।

ধাপ ২ : নির্ধারিত সময় শেষে সহায়ক সকলকে বড় দলে আহ্বান করবেন এবং দলীয় মতামত উপস্থাপন করতে বলবেন।

সম্ভাব্য যে সকল মতামত আসতে পারে–

- নূন্যতম পনের জন সর্বোচ্চ বিশ জন সদস্য নিয়ে এই দল গঠিত হতে পারে।
- দলের নাম দেবার প্রয়োজন আছে।
- নাটক বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী কিশোরী কেন্দ্রের সদস্যরা এই দলের সদস্য হতে পারবেন।
- দলের কাজ হবে নাটক ও ইন্টারেকশান পদ্ধতি অনুশীলন ও মহড়া করে দর্শকের সামনে চূড়ান্ত প্রদর্শনী করা।

সহায়ক উপরোক্ত মতামতের ভিত্তিতে দল গঠনের প্রয়েজনীয়তা ব্যাখ্যা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৪

দিবস : ৬ষ্ঠ

বিষয় : দলীয় অভিনয়, ইন্টারেকশান পদ্ধতি ও গতকাল দর্শদের সামনে চূড়ান্ত মহড়া প্রদর্শনীর মূল্যায়ন
নাটক : নতুন জীবন
নাটক : মুক্তার সকাল

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- কোনরূপ বাধাবিপত্তি ছাড়া প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দক্ষতা ও আস্থার সাথে অভিনয় প্রদর্শন করার চেষ্টা করবেন এবং করতে পারবেন।
- নাটক দর্শকদের কাছে প্রদর্শন উপযোগী করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মহড়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়ার জন্য যে মুহুর্ত নির্ধারণ করা করা হয়েছে তা যথাযথ হয়েছে কিনা তা পুনরায় যাচাই করার সুযোগ পাবেন। চূড়ান্ত প্রদর্শনীর জন্য পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা

পদ্ধতি : প্রদর্শন ও পর্যালোচনা

উপকরণ : নির্দিষ্ট নাটকের পাণ্ডুলিপি

সহায়ক উপকরণ : অভিনয়ের জন্য নাটকের প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দলীয় নাটক প্রদর্শনের আহ্বান জানাবেন।

দলের নাটক প্রদর্শনীর পূর্ব প্রস্তুতির জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। প্রস্তুতি শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নাটক প্রদর্শন করবেন এবং দর্শকদের (অংশগ্রহণকারী) ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়ার চর্চা করবেন।

ধাপ ২ : নাটক শেষে সহায়ক বলবেন-পূর্বে এই নাটকটি প্রদর্শন শেষে আমরা বেশ কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করেছিলাম এবং দুর্বলতা কাটানোর জন্য দলে অনুশীলন করেছি এখন আমরা দেখবো নাটকটি কোন পর্যায়ে পৌছেছে। আরো কি কি করা প্রয়োজন?

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে যে মতামতগুলো আসবে তা ফ্লিপ চার্টে অথবা e-্যাক বোর্ডে লিখবেন। সকলের মতামত নেবার পর সহায়ক বলবেন এই দুর্বলতাগুলো আমরা পরবর্তীতে মহড়া চলাকালীন সময়ে কাটিয়ে উঠার সুযোগ পাবো এবং আরও বলবেন নাটকটি এখন মোটামুটিভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন যোগ্য হয়েছে এবং এটি সম্ভব হয়েছে সকলের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহন ও মহড়া বা অনুশীলনের মাধ্যমে। বর্তমান প্রদর্শন থেকে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি নাটকের জন্য প্রচুর মহড়া ও অনুশীলন প্রয়োজন।

ধাপ ৩ : এবার সহায়ক নাটক শেষে ইন্টারেকশান বা মিথষ্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া যথাযথ আয়ত্ত এবং মুহূর্ত নির্ধারণ যথাযথ হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানাবেন।

অধিবেশন : ০৫

দিবস : ৬ষ্ঠ

বিষয় : প্রভাব মনিটরিং

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- প্রভাব মনিটরিং, প্রভাব মনিটরিং গুরুত্ব, প্রভাব মনিটরিং পদ্ধতি ও উপকরণ সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মার্কার ও পুশ পিন বা স্থানীয় উপকরণঃ e-্যাক বোর্ড, চক ডাস্টার, পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপার

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করবেন আমরা যে উদ্দেশ্যে নাটক করছি আমরা কি করে বুঝবো নাটকের বিষয়বস্তু দর্শক বুঝেছে বা আমাদের উদ্দেশ্য অর্জন কিংবা পরিবর্তন ঘটেছে। সেটা কি করে নিরূপণ করা যায়।

অংশগ্রহণকারীগণ উত্তর দেবেন :

- ইন্টারেকশান করে।
- প্রশ্ন করে।
- দর্শক মতামত থেকে।

সহায়ক এরপর বলবেন আমরা অনেকেই নাটক করি কিন্তু পরবর্তীতে আর কোন খোঁজ খবর রাখি না ফলে নাটকের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি না বোঝা যায় না অর্থাৎ সমাজে কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব কি না তা বোঝা যায় না। অথচ এটা আমাদের বোঝা প্রয়োজন আর সেজন্য প্রয়োজন মনিটরিং এর। মনিটরিং থেকে ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয়।

আমরা নাটক শেষে দর্শকদের খুব সহজ একটা ফরমেট বা মূল্যায়নপত্র প্রদান করবো সেখানে নাটক সম্পর্কে দর্শকদের মতামত গ্রহণ করবো।

- দর্শক নাটক থেকে কি মেসেজ পেয়েছে।
- এই ম্যাসেজটি তার জন্য প্রয়োজনীয় কি না।
- মানুষের আচরণগত পরিবর্তনে নাটক কোনরূপ ভূমিকা পালন

করতে পারে কিনা।
– সেটাকে কাজে লাগাবে কি না।
– অন্যকে ম্যাসেজটি প্রদান করবে বা জানাবে কি না।

এ ধরনের কিছু বিষয় ফরমেটে থাকবে আমরা দর্শকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই মতামতগুলো ফরমেটে দর্শকের নাম ঠিকানাসহ লিখে নেব।

পরবর্তীতে সেটা মনিটরিং করে দেখা হবে নাটকটি যে কারণে করলাম তার ফলাফল কতটুকু অর্জিত হলো। এরপর সহায়ক (সংযোজিত ফরমেট) নমুনা ফরমেট টি সবাইকে দেবেন এবং পড়তে বলবেন। সবাই বুঝতে পারছে কি না জিজ্ঞেস করবেন এবং ফরমেটের বিষয়বস্তু ভালভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন। সহায়ক মনিটরিং এর জন্য এই ফরমেট ছাড়া নতুন কোন প্রশ্নপত্রের প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইবেন এবং অংশগ্রহনকারীদের মতামত লিপিবদ্ধ করে রাখবেন পরবর্তী সময়ে মনিটরিং ফরমেটটিতে সংযোজন-বিয়োজন করার জন্য।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৬

দিবস : ৬ষ্ঠ
বিষয় : ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার'র নাটকের চূড়ান্ত মঞ্চায়নের পূর্ব প্রস্তুতি
উদ্দেশ্য : এই পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণ

- কমিউনিটি পর্যায়ে নাটকের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন।
- পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
উপকরণ : মঞ্চ ও অভিনয় সামগ্রী (চেক লিস্ট অনুযায়ী)
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি সহ অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কস্টিউম, মঞ্চসামগ্রী ও দ্রব্যসামগ্রী ঠিক আছে কিনা দেখে নেবার জন্য বলবেন।

সহায়ক আরো বলবেন প্রতিটি অভিনয় বা নাটক প্রদর্শনের পূর্বেই কস্টিউম ও অভিনয় সামগ্রীর যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই তালিকার সাথে মিলিয়ে নেবেন।

অভিনয় স্থানে মঞ্চ, পোশাক ও অভিনয় সামগ্রী নিয়ে যাবার জন্য যার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন করবেন।

নাটক অভিনয়ের পূর্বে স্ব-স্ব অভিনেতা/অভিনেত্রী তাদের কস্টিউম ও দ্রব্যসামগ্রী ঠিক আছে কিনা তা দেখে নিবেন।

সহায়ক এসব দায়িত্বের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন। সহায়ক আরও যা বলবেন তা হচ্ছে অভিনয়ের প্রস্তুতি হিসেবে অভিনয়ের পূর্বে প্রত্যেকেই নিজের সংলাপ, মঞ্চে প্রবেশ, অবস্থান ও প্রস্থান সম্পর্কে চিন্তা করবেন ও অভিনয়ের প্রতি মনোসংযোগ নিবদ্ধ করবেন ও বিশ্বস্ত থাকবেন।

সহায়ক সবাইকে অভিনয়ের সাফল্য কামানা করে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন : ০৭

দিবস : ৬ষ্ঠ
বিষয় : নাটক দর্শকের সামনে উপস্থাপন এবং উপস্থিত দর্শকদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- দলীয়ভাবে নির্মিত নাটক দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন।
- আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে।
- মিথষ্ক্রিয়া বা ইন্টারেকশান করতে সক্ষম হবে।

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : প্রদর্শন
উপকরণ : মঞ্চ, পোশাক ও অভিনয় সামগ্রী
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া
সহায়ক :

নাটক প্রদর্শনের জন্য সকলকে পোশাক অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ ও প্রস্তুতি নেবার জন্য বলবেন।
প্রত্যেক দল নাটক প্রদর্শনের পূর্বে নাটকের নাম ঘোষণা করতে বলবেন।

প্রত্যেক দল ঘোষণা দিয়ে নাটক পরিবেশন করবেন।
প্রদর্শন শেষে দর্শকদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া বা ইন্টারএ্যাকশান ঘটাবেন।

নাটকের প্রর্দশনী ও ইন্টারেকশান শেষে অংশগ্রহনকারীরা দায়িত্ব অনুযায়ী দ্রব্যসামগী গুছিয়ে এবং তালিকার সাথে মিলিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

অধিবেশন : ০৮

দিবস : ৬ষ্ঠ
বিষয় : প্রদর্শন পরবর্তী পর্যালোচনা ও অভিনয়কালীন করণীয় সমস্যা ও সমাধান
উদ্দেশ্য : এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ

- প্রদর্শিত নাটক পর্যালোচনার সুযোগ পাবেন।
- নাটকের চূড়ান্ড় অভিনয় চলাকালীন কি কি সমস্যা হয়েছিলো তা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং এর সমাধান কিভাবে করা সম্ভব তা জানতে পারবেন।
- অভিনয়কালীন তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে ও ব্যখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন। এরপর সহায়ক বলবেন নাটক প্রদর্শনকালে আমাদের কি কি সমস্যা হয়েছিলো।
সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে যে মতামত পাওয়া যাবে তা হলো:
– সংলাপ ভুলে যাওয়া।
– অতিরিক্ত সংলাপ বলা।
– প্রবেশ প্রস্থানের পথ ভুলে যাওয়া।
– ঘাবড়ে যাওয়া।
– অভিনয় স্থানের যথাযথ ব্যবহার না করা।
– কম্পোজিশান ও e-কিং ঠিক না রাখা।

এ সবের সমাধান হিসেবে সহায়ক অভিনয়কালীন অভিনেতা/অভিনেত্রীদের নাটকের সংলাপ চরিত্র নিয়ে ভাবনার পরামর্শ প্রদান করবেন। অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগী হতে নিষেধ করবেন।
সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

থিয়েটার গেম: ডিনামাইট সরানোর মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রকাশ

উদ্দেশ্য : এই গেম থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- নাটকে একটি টীমের গুরুত্ব বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একে অপরের সহযোগিতা গুরুত্ব বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সবার সহযোগিতা আন্তরিকতা ছাড়া একটি কাজ পূর্ণাঙ্গ বা পরিপূর্ণ করা যায় না এ বিষয়টি বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশ্বাসযোগ্যভাবে কোন কিছু উপস্থাপন করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে।

সময় : ৩০ মিনিট
পদ্ধতি : দলীয় অনুশীলন ও আলোচনা

প্রক্রিয়া
ধাপ ১ : অংশগ্রহণকারীদের খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

অংশগ্রহণকারীদের দু'দলে ভাগ করে মুখোমুখি সামান্য দূরত্ব রেখে দাঁড়াতে বলবেন।

গেইমের নিয়মগুলো গুছিয়ে বলবেন :

– এক দল যখন কাজ করবে অন্য দল দেখবে।
– একই লাইনে দাঁড়ানো দু'জন জোড়া হবেন।

পথে একটি ডিনামাইট রয়েছে। ডিনামাইট যে কোন সময় বিস্ফোরিত হয়ে বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে। ডিনামাইটটি ভীষণ ভারী, সেটা সরাতে হবে। একপাশ থেকে একজন ভয়ে সংশয়ে ডিনামইট তুলবে তারপর দু'কদম এগিয়ে পাশের জনের হাতে দেবে পাশের জন তার পরের জনকে দেবে এভাবে সবার হাত থেকে সর্বশেষ অংশগ্রহণকারীর কাছে যাবে এবং সে এটা মাটিতে নিরাপদ স্থানে রাখবে।

ধাপ ২ : একটি লাইনের অংশগ্রহণকারীদের কাজ শেষ হলে অপর লাইনের অংশগ্রহণকারীরা একই কাজ করবে আগের দল পরের দলের কাজ দেখবে।

খেলাটি শেষ হলে সকলকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং প্রশ্ন করবেন এই গেইম থেকে আমরা কি শিখলাম। অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন প্রয়োজনে বিশেণ্ঢষণ করবেন।

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে যে মতামতগুলো বেরিয়ে আসবে তা হলো–

– কাজের প্রতি আন্ড়রিকতা হলে অনেক কঠিন কাজও সম্ভব।
– সবাই মিলে কাজ করলে অনেক কিছু সম্ভব।
– একটি টিমের পক্ষে অনেক কিছু সম্ভব।
– কোন কিছু বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে হলে সে বিষয়টি প্রথমে নিজেকে।
– বিশ্বাস করতে হবে। এবং বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য প্রয়োজন অখ- মনোযোগ।

ধাপ ৩ : মতামত শেষে সহায়ক বলবেন, নাটকের জন্য উ‌ে-খিত বিষয়গুলো খুব জর“রি। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

থিয়েটার গেম : বাজনার তালে তালে শরীর দোলানো বা শরীর দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি নির্মাণ।

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

- শরীরের বিভিন্ন অংশকে সক্রিয় করতে পারবে।
- খেলার নিয়মটি জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নাটকে শরীরের বিভিন্ন অংশকে সক্রিয় করার গুর“ত্ব সম্পর্কে জানতে ও বলতে পাবে।

সময় : ১০ মিনিট
পদ্ধতি : অনুশীলন
উপকরণ : তবলা/খোল

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : সহায়ক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে খেলায় আমন্ত্রণ জানাবেন এবং বৃত্ত রচনা করতে বলবেন। সবাই বৃত্ত রচনা করে দাঁড়াবে, সহায়ক খেলার নিয়মগুলো বলবেন।

খেলার নিয়ম :

– একজন তবলায় একটি তাল তুলবেন প্রথমে অংশগ্রহণকারীগন তবলার তালে তালে মাথা নাড়বেন।
– এরপর সহায়ক যখন তালে তালে কোমর দোলাতে বলবেন তখন সবাই কোমর দোলাবেন।
– এরপর যখন সহায়ক মাথা কোমর এবং এর সাথে সাথে হাত পা তালে তালে দোলাতে বলবেন তখন অংশগ্রহণকারীগণ তা অনুসরণ করবেন।

উ‌ে-খিত কাজগুলো করার সময় তাল-লয় ছন্দ কমলে বাড়লে অংশগ্রহণকারীকেও একইভাবে সমগ্র শরীর দিয়ে তালে তালে সাড়া দিতে হবে।

ধাপ ২ : সহায়ক খেলাটি খেলতে বলবেন। অংশগ্রহণকারীগণকে প্রয়োজনে সহয়তা করবেন। খেলাটি শেষ হলে সকলকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং বলবেন যে কাজটি আমরা করলাম সেটা নাটকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায় অর্থাৎ এর গুরুত্ব কি?

এ পর্যায়ে সহায়ক এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন।

গুরুত্ব :

– অভিনয়ের জন্য শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ কাজেই এগুলোর সক্রিয় করা প্রয়োজন।
– অভিনয়ের প্রয়োজনে অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য ঘাড় মাথা হাত পা বিভিন সময় ব্যবহার করতে হয় এবং দেখা যায় অভিনয় মুহুর্তে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে যা করা প্রয়োজন তা করা যাচ্ছে না।

এসব ক্ষেত্রে এই খেলাটির মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরকে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হব।

সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে খেলাটি শেষ করবেন।

থিয়েটার গেইম: Look like animal.

উদ্দেশ্য : অংশগ্রহণকারীদের।

- কাজের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা ও একঘেয়েমিপনা দূর করা।
- পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে কোন চরিত্র কণ্ঠ ও শরীরে দিয়ে অভিব্যক্তি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা।
- অংশগ্রহণকারীদের মানসিক জড়তা কাটিয়ে তোলা।
- শারীরিক জড়তা কাটিয়ে তোলা।

সময় : ৪৫ মিনিট / ১ ঘণ্টা।
পদ্ধতি : অনুশীলন।
উপকরণ : বিশেষ কোন উপকরণ প্রয়োজন নেই।
সহায়ক উপকরণ :

প্রক্রিয়া :

ধাপ ১ : সহায়ক খেলার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাবেন ও সকলকে একটি সার্কেলে দাঁড়াতে বলবেন।

ধাপ ২ : এর পর সহায়ক খেলার নিয়ম বুঝিয়ে দেবেন।

অংশগ্রহণকারীদের হাঁটতে বলার সাথে সাথে সবাইকে হাঁটতে হবে এবং থামতে বলার সাথে সাথে সবাইকে থামতে হবে।

এভাবে কিছু সময় খেলার পর দ্বিতীয় খেলার নিয়ম বলবেন-

খেলার নিয়ম :

– অংশগ্রহণকারীগণ বৃত্তাকারে দাঁড়াবেন।
– একজন অংশগ্রহণকারী কোন একটি প্রাণীর অনুকরণ করে (হাঁটা চলা এবং ডাক সহ) বৃত্তের ভেতরে চলতে চলতে কোন একজনের কাছে গিয়ে থামবে তখন সেই অংশগ্রহণকারী সেটা অনুকরণ করে পূর্ব জনের সাথে সাথে চলতে হবে।
– পূর্ব জন যখন দেখবে তার সাথী তাকে অনুসরণ করে চলতে পারছে তখন

সে তার পূর্বের জায়গায় ফিরে যাবে। পরের জন কিছুটা সময় চলতে চলতে
সে অন্য প্রাণীতে রূপান্ড়রিত হয়ে যাবে এবং সেই প্রাণীর মতো চলতে চলতে
এবং শব্দ করতে করতে অন্য জনের সামনে দাঁড়াবে। যার সামনে দাঁড়াবে
তাকেও অনুরূপ কাজটি করতে হবে।

এভাবে অংশগ্রহণকারীগন বাঘ, বাঘ থেকে কুকুর, শেয়াল, সাপ, ছাগল ইত্যাদিতে পরিণত হবে এবং তাদের মতো আচরণ করতে খেলাটি খেলবে।

খেলা শেষে খেলাটি কেমন লাগলো সহায়ক তা জিজ্ঞেস করবেন- অংশগ্রহণকারীর মতামত শুনবেন এবং ধন্যবাদ জানবেন।

***